ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

নাজমুল হুদা মিনা

মোহাম্মদ নূরে আলম মিল্টন

১৭ ডিসেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান

শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগামা ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি
মো. রেযাউল করিম, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

নাজমুল হুদা মিনা, অ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি
মোহাম্মদ নূরে আলম মিল্টন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যদাতা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগ, আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগ, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, জলবায়ু অর্থায়নে পলিসি ও ইন্টিগ্রিটিসহ বিভিন্ন ইউনিটের সহকর্মীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা তাদের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন।

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম ও ষষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরনো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৪৮১১৩১০১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অন্যতম জনস্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ২০২০ সালের মার্চ মাসের শুরুর দিকে ভাইরাসটির সংক্রমণ শুরু হয়, যা বর্তমানে দেশের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অর্থনৈতিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, আয় ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে, যা দেশের মানুষ বিশেষত প্রান্তিক, শ্রমিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে চরম দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারি বেসরকারিসহ সকল পর্যায়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী বিশেষ পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের প্রয়োজন রয়েছে, যা ইতোমধ্যে গৃহীত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও গৃহীত হবে। তবে সাড়াপ্রদানমূলক এ সকল কার্যক্রমের সাফল্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের যথাযথ ভূমিকা এবং দুর্নীতি দমন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপরেই মূলত নির্ভরশীল।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতি বিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা উত্তরণে করণীয় সম্পর্কে বহুমুখী গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি তৈরি পোশাক খাতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত করা এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। করোনা সংকটের কারণে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি আরও ঘনিভূত হয়েছে। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা একদিকে যেমন ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে অপরদিকে কারখানা লে-অফ ঘোষণা, শ্রমিক ছাঁটাই, মাতৃত্বকালীন সেবা হতে বঞ্চিত করাসহ শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ব্যর্থতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক দ্রুত বিভিন্ন প্রণোদনা সুবিধা প্রদানের ফলে মালিকপক্ষের ব্যবসায়িক ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু প্রণোদনার ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকদের প্রদান করা এবং সকল শ্রমিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতাভুক্ত না হওয়ার বাস্তবতাও এক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ নৈতিক ব্যবসা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা এ খাত টেকসইকরণকে ঝুঁকির সম্মুখীন করছে। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করে যা তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণে সহায়ক হবে। তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ এই গবেষণার সুপারিশের আলোকে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে টিআইবি আশা করছে।

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক নাজমুল হুদা মিনা ও নূরে আলম মিল্টন। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন কারখানার মালিক ও কর্মকর্তা, শ্রমিক, শ্রমিক নেতা, বায়ার জোটের প্রতিনিধি, গবেষক, এবং দেশি-বিদেশি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। টিআইবি'র উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান প্রতিবেদন প্রণয়নের প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নভাবে গবেষকদের পরামর্শ দিয়েছেন। প্রতিবেদনটি তত্ত্বাবধায়ন করেছেন সিনিয়র প্রোগাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. রেযাউল করিম। প্রতিবেদন উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য গবেষণা ও পলিসি বিভাগসহ টিআইবির অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ইফতেখারুজ্জামান

নির্বাহী পরিচালক

সূচীপত্র

সূচি	পৃষ্ঠা নম্বর
মুখবন্ধ	i
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	১ - ৫
১.১ প্রেক্ষাপট	১
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৪
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৪
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	৪
১.৫ তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ	৫
১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৫
১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: করোনা উদ্ভুত সংকট মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তাবয়নে চ্যালেঞ্জ	৬-২১
২.১ আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ	৬
২.২ সাড়া প্রদান	৭
২.২.১ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন	৭
২.২.২ প্রণোদনা	৯
২.২.৩ করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ	১৩
২.২.৪ করোনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪
২.৩ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	১৫
২.৪ স্বচ্ছতা	১৬
২.৫ শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা	১৭
২.৫.১ বকেয়া মজুরি-ভাতা প্রদান	১৭
২.৫.২ শ্রমিক চাকুরি নিরাপত্তা	১৮
২.৫.৩ শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা	১৮
২.৫.৪ মাতৃত্বকালীন সুবিধা	২০
২.৫.৫ সংগঠনের অধিকার	২০
২.৬ জবাবদিহিতা	২১
তৃতীয় অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও উপসংহার	২২
৩.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ	২২
৩.২ সুপারিশ	২২
তথ্যসূত্র	২৩

চিত্রের তালিকা

চিত্র	পৃষ্ঠা নম্বর
চিত্র-১: দেশের মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অংশ	৩
চিত্র ২: ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমান (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	৩
চিত্র ৩: অংশীজন কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনার হার ও পরিমাণ (কোটি টাকা)	১২
চিত্র ৪: শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%)	১২

সারণির তালিকা

সারণি	পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি ১: গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	৪
সারণি ২: গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যবহৃত নির্দেশক ও উপ-নির্দেশকসমূহ	৫
সারনী ১: এক নজরে তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনার পরিমাণ	১১

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

চীনের উহান অঞ্চলে প্রথম কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব শুরু হয়। চীন সরকার কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে কোভিড-১৯ রোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৩০ জানুয়ারি ২০২০ ভাইরাস সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করে এবং ১১ মার্চ ২০২০ মহামারি বা অতিমারি (pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে।[১] জানুয়ারি ২০২০ হতে চীনের উহান থেকে করোনা ভাইরাস বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভাইরাসটি বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বহু দেশ তাদের অভ্যন্তরে মার্চ মাস হতে লকডাউন ঘোষণা করে। এতে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেশসমূহ সহ সমগ্র বিশ্বের অর্থনৈতিক কার্যাবলী প্রায় স্থবির হয়ে যায়। বৈশ্বিক অর্থনীতি অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কোভিড-১৯ এর জন্য বৈশ্বিক তৈরি পোশাক বাজার ২০২০ সালে প্রায় ২৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান সংকচিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়।[২]

প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বৈশ্বিক 'সাপ্লাই চেইন' (উৎপাদন, বিপণন ও সরবরাহ শৃংঙ্খল) ব্যবস্থা নজিরবিহীন বাঁধার সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে যে সকল দেশের সাথে চীনের 'সাপ্লাই চেইন' এর সম্পর্ক রয়েছে তারা অতিরিক্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[৩] চীনে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে বিভিন্ন বৈশ্বিক ব্র্যান্ড চীনে তাদের প্রায় সকল পোশাক বিক্রয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় এবং চীনও তাদের সকল উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।[৪] মার্চ এর পর থেকে ইউরোপ এবং আমেরিকায় লকডাউন ঘোষণার পর কার্যত তৈরি পোশাক বিক্রয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অধিকাংশ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের (বিশেষ করে এশিয়ার স্বল্পন্নত দেশসমূহ যেমন: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ইত্যাদি) কারখানায় প্রদত্ত ক্রয়াদেশ বাতিল করে অথবা পণ্যের মূল্য ছাড় দাবি ও অর্থ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য চাপ দেয়। ফলশ্রুতিতে এসকল দেশের অনেক কারখানা উৎপাদন কমিয়ে দেয়, কোনো কোনো কারখানা বন্ধ হয়ে যায় এবং অনেক শ্রমিক চাকুরি হারায়। বিশেষজ্ঞদের মতে কোভিড-১৯ এর জন্য বৈশ্বিক তৈরি পোশাক বাজার ২০২০ সালে প্রায় ২৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান সংকচিত হবে।[৫] বৈশ্বিক এই মহামারির কারণে তৈরি পোশাক শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন।[৬]

---

[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, কোভিড ১৯ টাইমলাইন, বিস্তারিত দেখুন: https://www.who.int/news-room/detail/27-04-who-timeline-covid-19, access on 16 June 2020.

[২] *"Covid-19 will to cut Global apparel market by Us$297bn in 2020"* 13 May 2020 Just style; https://www.just-style.com/comment/covid-19-to-cut-global-apparel-market-by-us297bn-in-2020_id138738.aspx, access on 19 may 2020.

[৩] Leithesier.E, Hossain S.N, Sen.S, T.Gulfam, M.Jeremy, R.Shahidur (30 april, 2020), *"Early Impacts of Coronovirus on Bangladesh Appareal Supply Chains"*, RISC Briefing – April 2020, The Regulation of international supply chain: Lessons from the Governance of occupational Health and Safety in the Bangladesh Ready-Made Garment Industry, DANIDA.

[৪] *"Time line- How corona virus impacting the global apparel sector"* 19 June 2020 Just style; https://www.just-style.com/news/timeline-how-coronavirus-is-impacting-the-global-apparel-industry-free-to-read_id138313.aspx, access on 29 June 2020.

[৫] *"Covid-19 will to cut Global apparel market by Us$297bn in 2020"* 13 May 2020 Just style; https://www.just-style.com/comment/covid-19-to-cut-global-apparel-market-by-us297bn-in-2020_id138738.aspx, access on 19 may 2020.

[৬] Dr. Rajesh Bheda, *"What can the apparel sector do during the corona crisis"*, 6 April, 2020, SPORTS WEAR INTERNATIONAL. https://www.sportswear-international.com/news/stories/Guest-Comment-Corona-Pandemic-What-can-the-apparel-industry-do-during-this-crisis--15252, access on 10 June 2020

বাংলাদেশে ৮ই মার্চ প্রথম কোভিড-১৯ রোগী সনাক্ত হলেও কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে চীনের উল্লেখযোগ্য (প্রায় ৫০%) অংশিদারিত্ব থাকায় জানুয়ারি মাস হতেই তৈরি পোশাক শিল্প চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।[৭] পরবর্তীতে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক রপ্তানির বৃহৎ অংশীদার (প্রায় ৮৩.৩৪%)[৮] ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় এবং দেশসমূহে লকডাউন ঘোষণা করার কারণে পণ্যের চাহিদা কমে যায়। এর প্রভাবে প্রায় ১,১৫০টি ফ্যাক্টরির প্রায় ৩.১৮ বিলিয়ন ডলার পণ্যের কার্যাদেশ বাতিল করায় শ্রমিকরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৯] এই সময়কালে মোট ৪১৮টি কারখানা[১০] সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে শ্রমিকদের কাজে যোগদানের বিতর্কিত নির্দেশনা প্রদান, কারখানায় ন্যূনতম স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলান প্রতিপালনে ঘাটতি, অংশীজনদের মহামারি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপের অভাবে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি তৈরি পোশাক শিল্পের ঝুঁকি মোকাবিলায় শ্রমিক ও কর্মচারিদের তিন মাসের (এপ্রিল-জুন) বেতন প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করে।[১১] তবে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুত বা ছাটাই করা, কারখানা বন্ধ বা খোলার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা, স্বাস্থ্য বিধি না মেনে কারখানা পরিচালনা ও পাওনা বেতনের জন্য শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়।

তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী স্বল্পোন্নত দেশসমূহ বিশেষ করে যারা অধিকমাত্রায় তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের উপর নির্ভরশীল- সেসকল দেশসমূহ এই অতিমারির সময় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে। একইভাবে অতিমারির সময় এ সকল দেশসমূহ সীমিত আর্থিক সক্ষমতা, দূর্বল স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে অধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে।[১২] বাংলাদেশ রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে এককভাবে তৈরি পোশাক খাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাক খাতের অবদান প্রায় ৮৪.২%।[১৩] বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মতে অর্থনৈতিক গতি পুনরুদ্ধারে সহায়ক সম্পদের স্বল্পতা ও অল্প সংখ্যক পণ্য সীমিত সংখ্যক দেশে রপ্তানি করার কারণে বাংলাদেশের মতো স্বল্পন্নোত দেশগুলো কোভিড-১৯ অতিমারির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে।[১৪]

---

৭ গত ফেব্রুয়ারী ২০২০ এ বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন তৈরি পোশাক, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ শিল্প এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্সসহ মোট ১৪টি খাত চিহ্নিত করে বলা হয়েছে চীনের সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানি উভয় খাতে ভয়াবহ আর্থিক ক্ষতিসহ উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার আশংকা করা হয়েছে। তৈরি পোষাক শিল্পের কোনো কোনো খাত চীনের ওপর ৮৫% পর্যন্ত নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কমিশনের তথ্যানুযায়ী নীট খাতের ডাইং ও কেমিকেলসহ অন্যান্য আক্সেসরিজ ৮০-৮৫ শতাংশ এবং ওভেন খাতের ৬০ শতাংশ চীন নির্ভর। বিস্তারিত: "করোনাভাইরাস: হাজার হাজার কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যে", ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০২০, বিবিসি নিউজ বাংলা; https://www.bbc.com/bengali/news-51664932; access on 19 may 2020.

৮ বিস্তারিত: "পোশাক রফতানি আয়ের ৭৫% পাঁচ পণ্য থেকে", ২২ ডিসেম্বর, ২০১৯, বণিক বার্তা, https://bonikbarta.net/home/news_description/214818/; access on 21 may 2020.

৯ BGMEA President Dr. Rubana Huq shared her views on the impacts of Covid-19 on global apparel supply chain, especially on the RMG industry of Bangladesh. Details: https://www.bgmea.com.bd/ and https://soundcloud.com/user-921335963/fftt-09-covid-19-03, access on 01 July 2020.

১০ বন্ধ হওয়া পোষাক কারখানাগুলোর মধ্যে ৩৪৮টি বিজিএমইএ ও ৭১টি বিকেএমইএ'র সদস্য। বিজিএমইএ'র ৩৪৮টির মধ্যে ২৬৮টি ক্রয়োদেশ বাতিল হওয়ায় বসে গেছে, বাকী ৮০টি কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধ হওয়ায় কারখানাগুলোর মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে ৪০টি, আশুলিয়া-সাভারে ৭৯টি, গাজীপুরে ৯২টি, নারায়নগঞ্জে ৭০টি এবং চট্টগ্রামে ৬৭টি রয়েছে। বিস্তারিত: "করোনায় বন্ধ ৪১৯ কারখানা", ২১ মে ২০২০, প্রথম আলো; https://www.prothomalo.com/economy/article/1657912/ access on 23 may 2020.

১১ করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় অন্যান্য খাতের মতো তৈরি পোষাক শিল্পের জন্য এ প্রণোদনা ঘোষণা করে। তৈরি পোষাক শিল্পে যাদের উৎপাদনের ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে সেসব শিল্পের মালিকরা প্রণোদনার টাকা দুই শতাংশ হারে সুদে ঋণ হিসেবে পাবেন এবং ঋণ গ্রহণের ছয় মাস পর থেকে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রণোদনার এই টাকা শ্রমিকদের বেতনের জন্যই ব্যবহার করতে হবে। বিস্তারিত: "করোনাভাইরাস: শুধু শ্রমিকদের বেতন দেবার জন্যই ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা পাবে গার্মেন্টস সহ বাংলাদেশের রপ্তানি খাত", ১ এপ্রিল ২০২০; https://www.bbc.com/bengali/news-52124564 access on 11 April 2020.

১২ T. Antonella and R.Lusia (29 May 2020) *"Textile and Garment supply chains in times of COVID-19: Challenges for developing countries"* Article No 53[UNCTAD Transport and Trade Facilitation Newsletter N°86- Second Chapter 2020]

১৩ বিস্তারিত: https://www.bgmea.com.bd/home/pages/TradeInformation, access on 01 July 2020.

১৪ প্রাগুক্তি ...

চিত্র-১: দেশের মোট রপ্তানিতে তৈরি পোশাকের অংশ

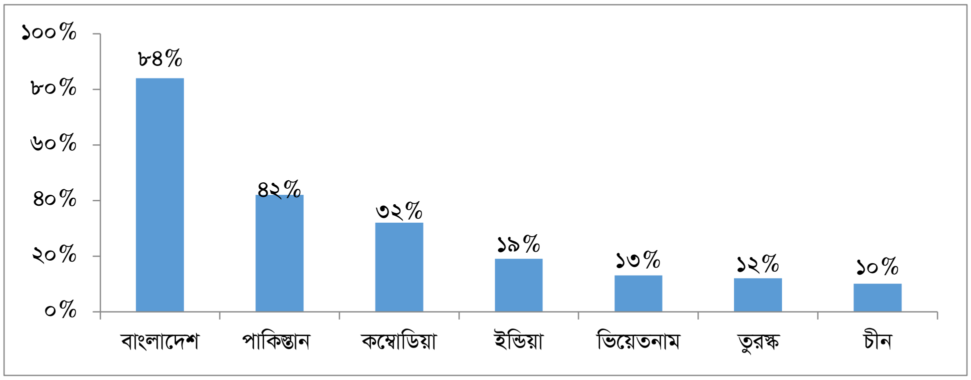

দেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ফেব্রুয়ারী মাস থেকে কমতে শুরু করে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের পোশাক রপ্তানি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসের তুলনায় যথাক্রমে ৫%, ৩০%, ৭৭%, ৬২% ও ২৫% হ্রাস পায়।[১৫] ২০০৫-০৬ অর্থ বছর থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের মধ্যে রপ্তানির পরিমান সর্বনিম্ন হয়। জানুয়ারি - জুন ২০২০ পর্যন্ত করোনা মহামারির কারণে বিশ্ব বাণিজ্যে অচলাবস্থা বিরাজ করায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্নক (-২৪.৬৮%) হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের মোট রপ্তানি ছিলো ২৮,০৯৪.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৬-১৭ তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২৮,১৪৯.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। পরবর্তী ২০০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ পর্যন্ত তৈরি পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি হয় এবং মোট রপ্তানি হয় যথাক্রমে ৩০,৬১৪.৭৬ ও ৩৪,১৩৩.২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরের শেষের ছয় মাসে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকটে তৈরি পোশাক রপ্তানি কমে যায়, এসময় রপ্তানি হয় ২৭,৯৪৯.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

চিত্র ২: ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমান (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

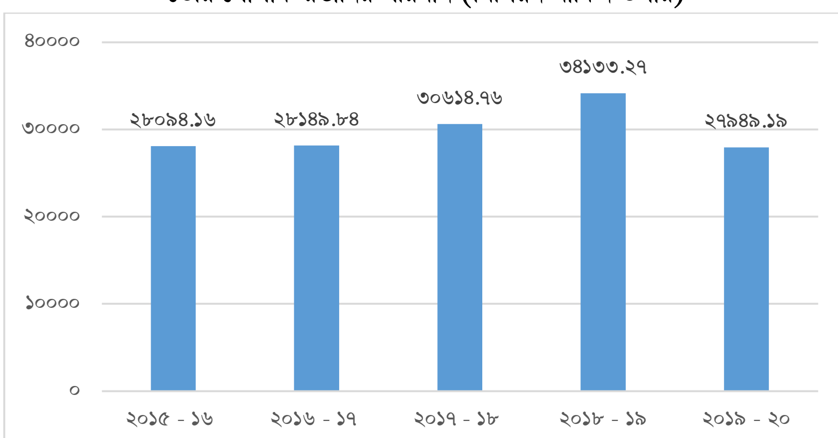

সরকার কর্তৃক দেশের পোশাক খাতের চলমান ঝুঁকি নিরসনে মহামারীর সময়কালে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা কর্তৃক শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন ও অনুদান প্রদান করা হয়। তৈরি পোশাক শিল্পের ঝুঁকি বিবেচনায় সরকার শ্রমিক ও কর্মচারিদের তিন মাসের (এপ্রিল-জুন) বেতন প্রদানের উদ্দেশ্যে পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে।[১৬]

---

[১৫] *"পোশাক রপ্তানিতে বড় ধ্বসের শঙ্কা"*, ১৩ এপ্রিল ২০২০, প্রথম আলো, https://www.prothomalo.com/economy/article/1650510, access on 12 May 2020; *"করোনার ধাক্কা মে মাসে রপ্তানি কমেছে ২০ হাজার কোটি টাকার"*, ৯ জুন ২০২, ইত্তেফাক, https://www.ittefaq.com.bd/economy/156908/, access on 13 June 2020; *"মে মাসে রপ্তানি কমেছে ৬২%"*, ৯ জুন ২০২০, দেশ রুপান্তর

[১৬] *"করোনাভাইরাস: শুধু শ্রমিকদের বেতন দেবার জন্যই ৫,০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা পাবে গার্মেন্টস সহ বাংলাদেশের রপ্তানি খাত"*, ১ এপ্রিল ২০২০; https://www.bbc.com/bengali/news-52124564; access on 11 April 2020.

অপরদিকে, সরকার ও মালিকপক্ষ (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) কর্তৃক শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট' কমিটি, কারখানা নিয়মিত পরিদর্শন, করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা ও ফিল্ড হাসপাতাল তৈরিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রণোদনা দেওয়ার পরেও এ খাতের বিপুল পরিমান শ্রমিক ছাটাই এবং চাকুরি থেকে অব্যাহতির অভিযোগ রয়েছে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

সরকার কর্তৃক প্রণোদনা ঘোষণা করা হলেও বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুত বা ছাঁটাই করা, কারখানা বন্ধ বা খোলার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা, স্বাস্থ্যবিধি না মেনে কারখানা পরিচালনা ও পাওনা বেতন-ভাতার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অপরদিকে, জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ৮-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই প্রতিবেশ ও সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।[১৭] এ লক্ষ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার স্বার্থে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতিসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করা অত্যন্ত জরুরি। টিআইবি এ গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশকের ভিত্তিতে সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করণ ও তা থেকে উত্তরণে নিয়মিত গবেষণা (২০১৩-২০১৯ পর্যন্ত) পরিচালনা করে আসছে। এসকল গবেষণায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রমে আইনের শাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, কারখানা নিরাপত্তা, শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন সুশাসনের ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে। অপরদিকে, টিআইবি গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে কাজ করে আসছে, যা এ খাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কোভিড-১৯ উদ্ভূত সংকটে সুশাসনের এ চ্যালেঞ্জসমূহ আরও ঘনিভূত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। করোনা সংকটের প্রাথমিক দুর্যোগ কাটিয়ে উঠে তৈরি পোশাক খাত ঘুরে দাঁড়ানোর অবস্থায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসকল কারণে করোনা সংকটের সময়ে তৈরি পোশাক খাতে কী ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান রয়েছে এবং কিভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা হচ্ছে তা নিরূপণ করা এই খাতে ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলার জন্য জরুরি।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য তৈরি পোশাক খাতে করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা ও তা হতে উত্তরণে সুপারিশ প্রস্তাব করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

১. বিভিন্ন অংশীজন (সরকার, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক করোনা সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা
২. করোনা উদ্ভূত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংকট মোকাবিলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে অংশীজনদের করণীয় চিহ্নিত করা

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক. প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস: প্রত্যক্ষ তথ্যের কৌশল হিসেবে চেকলিষ্টের মাধ্যমে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন যেমন- শ্রম মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, গার্মেন্টস মালিক, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্মকর্তা এবং কারখানা শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ. পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উৎস: সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের ওয়েবসাইট, সরকারি প্রতিবেদন, গবেষণা প্রতিবেদন এবং সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ এই গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

সারণি ১: গবেষণার তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

উৎস	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	শ্রম মন্ত্রণালয়, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), শ্রম অধিদপ্তর ও বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ কর্মকর্তা, কারখানা মালিক ও কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ

[১৭] *বিস্তারিত দেখুন:* https://sdgs.un.org/goals/goal8; access on 11 April 2020.

উৎস	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
পরোক্ষ	নথি পর্যালোচনা	বিদ্যমান আইন, নীতি, দাপ্তরিক নথি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন

গবেষণার সময়: গবেষণা কর্মটি মে - নভেম্বর ২০২০ সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৫ তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ

এ গবেষণায় সুশাসনের প্রধান কয়েকটি নির্দেশকের (আইনের শাসন, সাড়া প্রদান, অংশগ্রহণ ও সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা) আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আইনের শাসন নির্দেশকের আওতায় প্রসঙ্গিক আইন, অন্তর্জাতিক আইন ও তার অনুসরণের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অংশীজনের পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, অংশীজন কর্তৃক শ্রমিকদের করোনা পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং আর্থিক সহায়তার বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে। সমন্বয় ও অংশগ্রহণের আওতায় করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় অংশীজনসমূহের সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় ও তাদের অংশগ্রহণ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে অংশীজন কর্তৃক তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার বিষয়সমূহ দেখা হয়েছে। জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে কারখানা পরিদর্শন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা দেখা হয়েছে। শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তার মধ্যে শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা, চাকুরি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণি ২: গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে ব্যবহৃত নির্দেশক ও উপ-নির্দেশকসমূহ

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক
আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ	প্রাসঙ্গিক আইন ও তার অনুসরণ
সাড়া প্রদান	পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, সংক্রমণরোধে পদক্ষেপ, প্রশিক্ষণ, প্রণোদনা এবং আর্থিক সহায়তা
অংশগ্রহণ ও সমন্বয়	করোনা সংকট মোকাবেলায় সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার
শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা	মজুরি ও ভাতা, চাকুরি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরীক্ষা ও চিকিৎসা সেবা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও শ্রমিক সংগঠনের ভূমিকা
জবাবদিহিতা	কারখানা পরিদর্শন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ব্যবস্থা

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

কোভিড -১৯ সংক্রমণ প্রাদুর্ভাবের কারণে এ গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে তৈরি পোশাক কারখানা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। অধিকাংশক্ষেত্রে টেলিফোনের মাধ্যমে তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে মোট তিনটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি এবং গবেষণার সীমাবদ্ধতা আলোচিত হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় অংশীজন বিশেষ করে সরকার, মালিকপক্ষ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। সবশেষে তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও চিহ্নিত সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ হতে উত্তরণের জন্য তৈরি পোশাক খাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের করণীয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

২.১ আইনি সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

ক. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলছেন - বরাদ্দকৃত প্রণোদনা শ্রমিকদের কয়েক মাস মেয়াদে চাকুরিতে টিকিয়ে রাখার জন্য, যাতে করে তাদের বেতন-ভাতা অব্যাহত থাকে।[১৮] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ভাষণে এটা স্পষ্ট হয় যে, কোনো কারখানায় কাজ না থাকলেও শ্রমিক তার চাকুরিতে বহাল থাকবে এবং নিয়মিত মজুরি পাবে। কিন্তু শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ সংক্রান্ত লিখিত নির্দেশনা না দেওয়ায় বিভ্রান্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে কারখানা মালিক কর্তৃক অনেক কারখানা লে-অফ ঘোষণা করা হয়। কারখানা লে-অফ শ্রম আইনের আওতায় কারখানা সাময়িক মেয়াদে বন্ধ ঘোষণার একটি প্রক্রিয়া, যা আইনিভাবে মালিক কর্তৃক ঘোষিত এক ধরনের বিশেষ ছুটি। এতে স্থায়ী শ্রমিকদের চাকুরি থাকে তবে লে-অফের সময় তাদেরকে মূল মজুরির অর্ধেক এবং বাড়ি ভাড়া (প্রযোজ্যক্ষেত্রে অন্যান্য ভাতা) সংশ্লিষ্ট কারখানা মালিককে পরিশোধ করতে হয়। তবে কারখানায় যেসব বদলী ও অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছে কিংবা যাদের চাকুরির বয়স এক বছরের কম, লে-অফ কালে তারা কোন মজুরী বা ক্ষতিপূরণ পায় না [ধারা ১৬(১)][১৯]। আবার, ৪৫ দিনব্যাপী লে-অফ শেষ হলে [ধারা ১৬(৭)][২০] মালিক তখন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ছাঁটাই (ধারা ২০)[২১] করতে পারেন। এতে স্থায়ী সকল শ্রমিকের চাকুরিও অনিশ্চিত হয়। ফলে এক বছরের কম কাজ করা প্রায় ২০% শ্রমিক করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শ্রম আইনের এসকল বিধানের কারণে অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। তাছাড়া, শ্রম আইনের ধারা ২০ এর ২(ক) অনুযায়ী শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেখ করে কারখানার শ্রমিকদের এক মাসের নোটিস প্রদান করতে হবে; কোনো কারণে নোটিস প্রদানে ব্যর্থ হলে এক মাসের পূর্ণ বেতন প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রে এ বিধান লঙ্ঘন করে এক মাসের বেতন পরিশোধ না করে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অভিযোগ রয়েছে।

খ. সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮:

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কতৃক ২৯ এ মার্চ, ২০২০ থেকে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।[২২] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৪ মার্চ এ সংক্রান্ত প্রথম প্রজ্ঞাপন জারী করে।[২৩] পরবর্তীতে আরও পাঁচ দফায় ছুটি বাড়িয়ে ৩০ মে পর্যন্ত করা হয়। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কর্মপরিধি সংক্রান্ত বিধিমালার ভিত্তিতে এ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। সরকার ঘোষিত এই আদেশে জরুরি সেবাখাতসমূহ, রপ্তানিমুখী শিল্প, ঔষধ শিল্প এবং কতিপয় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর ছুটির আওতামুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। তবে সাধারণ ছুটির আওতামুক্ত থাকা শিল্প বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্প কিভাবে ছুটির মধ্যে পরিচালিত হবে তা নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তর কোনো সম্পূরক আদেশ বা নির্দেশনা জারী করে নি। অপরদিকে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ১৬ এপ্রিল ২০২০ এ এক সরকারি নোটিশে সংক্রমণ রোধে লোকজনকে ঘর থেকে বের না হওয়ার নির্দেশনা প্রদান।[২৪] এই আদেশ সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ধারা ১১(১) এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জারী করেন। একইসাথে এই আদেশ পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং এর প্রতিপালন না করলে বা প্রতিপালনে বাধাদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ

---

[১৮] *"প্রণোদনার টাকায় পোশাক শ্রমিকদের বেতন শুরু"*, ৯ মে ২০২০, কালের কণ্ঠ; https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2020/05/10/909554, access on 01 July 2020.

[১৯] শ্রম আইন (২০০৬), ধারা ১৬(১) লে-অফ ঘোষণা করা কারখানায় এক বছরের কম কাজ করা শ্রমিকদের কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার বিধান।

[২০] শ্রম আইন (২০০৬), ধারা ১৬(৭) কোন ক্ষেত্রে যদি যদি কোন পঞ্জিকা বৎসরে উপরে উল্লিখিত প্রথম পয়তাল্লিশ দিনে লে-অফের পর কোন অবিচ্ছিন্ন পনের দিন বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্যে লে-অফ করিতে হয়, তাহা হইলে মালিক উক্ত শ্রমিককে লে-অফের পরিবর্তে ধারা ২০ এর অধীন ছাঁটাই করিতে পারবেন।

[২১] শ্রম আইন (২০০৬), ধারা ২০(২) কোন শ্রমিক যদি কোন মালিকের অধীনে অবিচ্ছিন্নভাবে অন্তত এক বছর চাকুরিতে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে তাহার ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে মালিককে-

(ক) তাহার ছাঁটাইয়ের কারণ উল্লেক করিয়া এক মাসের লিখিত নোটিশ দিতে হবে, অথবা নোটিশ মেয়াদের জন্য নোটিশের পরিবর্তে মজুরি প্রদান করতে হবে।

[২২] *"করোনা পরিস্থিতিতে ছুটি ও সেনা নামানোসহ সরকারের ১০ সিদ্ধান্ত"*; ২৩ মার্চ, ২০২০; বাংলা নিউজ; https://www.banglanews24.com/national/news/bd/778827.details , access on 01 April 2020.

[২৩] প্রজ্ঞাপন নম্বর ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-৭২; ২৪ মার্চ ২০২০; জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[২৪] ড.উত্তম কুমার দাস *"শ্রমিকদের এই অবস্থা কেনো"*; ৩ মে, ২০২০; আরএমজি টাইমস; https://www.rmgtimes.com/news-article/12575/, access on 01 July 2020.

হিসেবে গণ্য হবে এমন নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অথচ এ আদেশ বলবৎ থাকলে কারখানা বা দোকানপাট খোলা রাখাটাই বেআইনি হয়ে যায়।[২৫] কিন্তু জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২৩ এপ্রিলের যে প্রজ্ঞাপন জারী করা হয় তাতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনার কোনো রেফারেন্স উল্লেখ করা হয় নি। একইভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপনেও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আগের কোনো রেফারেন্স নেই। এক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির প্রজ্ঞাপন কিভাবে বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধিন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে-সে বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা ছিলো না।

বাংলাদেশ সংবিধান (১৫২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারের নির্বাহী আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি আইন বলে গণ্য হয়। একই সঙ্গে বলা যায় ব্যক্তি মালিকানাধিন প্রতিষ্ঠান ও কারখানা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; উক্ত আইন সংসদ কর্তৃক পাশকৃত একটি বিশেষ আইন। শ্রম আইনের বিধান অনুযায়ী কারখানার মালিক বা নিয়োগকারী দুই ধরনের ছুটি নিজে নির্ধারণ করেন - যার একটি সাপ্তাহিক ছুটি ও অন্যটি উৎসব ছুটি। অন্যান্য ছুটি - যেমন, অর্জিত, নৈমিত্তিক কিংবা স্বাস্থ্য ছুটি; এসকল ছুটি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তার চাকুরির সুবাদে অর্জন করেন। তবে উল্লিখিত ছুটিসমূহ ভোগ করা মালিকের অনুমোদনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটি শ্রম আইনে কিভাবে সন্নেবেশিত করা হবে তা স্পষ্ট না করার কারণে সাধারণ ছুটির আওতা নিয়ে তৈরি পোশাক খাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিকদের ইচ্ছা মাফিক কারখানায় লে-অফ ঘোষণা এবং শ্রমিকদের গণ-ছাঁটাইয়ের শিকার হতে হয়। উল্লেখ্য, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৫ এর আওতায় দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করেছে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান অনুযায়ী এই আদেশ জারী করেছেন সংশ্লিষ্ট দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব। ভারতের কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রণালয় মালিকদের নিকট লিখিত পত্রে কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই ও কারখানা লে-অফ করা যাবে না এমন নির্দেশনাও দেয়। একইভাবে, পাকিস্তানে বিষয়টি মোকাবেলা করছে প্রাদেশিক পর্যায়ে; যেমন: সিন্ধু প্রদেশের ক্ষেত্রে সেখানকার স্বরাষ্ট্র বিভাগ বিগত ২৩ মার্চ জারী করা আদেশে প্রদেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণা করেছে। তারা সেখানে মহামারী সংক্রান্ত আইন, ২০১৪ প্রয়োগ করেছে।[২৬] একই আদেশে এই সময় কোনো শ্রমিককে যাতে লে-অফ কিংবা ছাঁটাই না করা হয় তাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। সিন্ধু সরকারও পরিষ্কার করে ঘোষণা দিয়েছে যে লকডাউনের সময় নিয়োগকর্তা বা কারখানা মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের পূর্ণ মজুরি দিতে হবে এবং কারখানা বন্ধকালীন সময়কে শ্রমিকদের মজুরিসহ ছুটি হিসেবে গণ্য করতে হবে।

২.২ সাড়া প্রদান

২.২.১ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

চীনে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার পর বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ কাঁচামাল আমদানিতে বাঁধার সম্মুখীন হয়। ফলে অনেকক্ষেত্রে কারখানায় পণ্য উৎপাদনের সময় বৃদ্ধি পায় এবং পণ্য সরবরাহে সময় ও খরচ বৃদ্ধি পায়। এ কারণে মালিকপক্ষ (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) এ অবস্থা হতে উত্তরণে ও আসন্ন করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় সরকারের কাছে ফেব্রুয়ারি মাসে তিন ধরনের সুবিধা দাবি করে। এগুলো হলো - (ক) ব্যয় সংকোচনের জন্য আপদকালীন তহবিল গঠন; (খ) 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসি নীতিমালায় সংশোধন; এবং (গ) ঋণের নিশ্চয়তাসহ বিভিন্ন স্কিম সুবিধা। উদ্ভূত সংকট মোকালোয় তৈরি পোশাক খাতের রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য সরকার মালিকপক্ষের এ দাবিসমূহ পূরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১২ এপ্রিল, ২০২০ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ কর্তৃক একটি নির্দেশনা জারী করে যে, রপ্তানিকারকেরা এখন থেকে 'ব্যাক টু ব্যাক' ঋণপত্রের (এলসি) আওতায় বাকিতে আমদানি করা পণ্যের মূল্য পরিশোধে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইউডিএফ) হতে ঋণ সুবিধা নিতে পারবে। এই পুনঃঅর্থায়ন ঋণের মেয়াদ হবে ১৮০ দিন ও সুদ হার হবে ২ শতাংশ।[২৭] ফলে 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসির পাওনা পরিশোধে রপ্তানিকারকেরা সময় পাবেন মোট ৩৬০ দিন। পূর্বে রপ্তানিকারকেরা 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসির পাওনা পরিশোধে ১৮০ দিন পর্যন্ত সময় পেতেন। তাছাড়া নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধ না করতে পারলে ব্যাংক আমদানিকারকের নামে ডলারের পরিবর্তে টাকায় ঋণ সৃষ্টি করে তা পরিশোধ করতো। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ সিদ্ধান্তের ফলে রপ্তানিকারকদের 'ব্যাক টু ব্যাক' এলসির পাওনা পরিশোধের চাপ কমে। এতে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান মাত্র ২ শতাংশ সুদে 'ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র আওতায় আমদানি দায় পরিশোধ করতে পারবে। ফলে 'ফোর্সড লোন' সৃষ্টির মাধ্যমে আমদানি দায় শোধ করতে হবে না।

এপ্রিল মাসের শুরুতে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে কুটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারিকালে বাতিলকৃত তৈরি পোশাকের ক্রয়াদেশ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী

---

[২৫] প্রাগুক্তি ...

[২৬] প্রাগুক্তি ...

[২৭] বৈদেশিক মুদ্রনীতি সার্কুলার নম্বর ১৯; ১২ এপ্রিল, ২০২০; বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

স্টেফ্যান লোফভেনকে[২৮] এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট মন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল মিলার;[২৯] যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ এশিয়া ও কমনওয়েলথ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লর্ড আহমেদ;[৩০] নেদারল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী সিগ্রেড কাগকে[৩১] এর সাথে বৈঠকে তৈরি পোশাক খাতে ক্রয়াদেশ বাতিল না করার অনুরোধ করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন (ইইউ) পার্লামেন্টে ইউরোপিয়ান ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ক্রয়াদেশ বাতিলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি প্রদান করা হয়।[৩২] মালিকপক্ষ, সরকার ও ক্রেতা দেশসমূহের সরকারের যৌথ উদ্যোগের ফলে ডাচ এবং সুইডেনের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো প্রকার ক্রয়াদেশ বাতিল করা হবে না বলে নিশ্চয়তা প্রদান করে। এছাড়া অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের নিকট করোনা সংকটকালে পোশাক শ্রমিকদের পাশে দাড়ানোর অঙ্গীকার করে।[৩৩] পরবর্তীতে, জুন-জুলাই মাসে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিপনিবিতান খুলে দেওয়া হলে ধীরে ধীরে বাতিল হওয়া ক্রয়াদেশের বৃহৎ অংশ পুনরায় ফেরত আসে। এর মধ্যে মে - আগষ্ট মাস পর্যন্ত যথাক্রমে ২৬%, ৫০%,৮০% ও ৯০% ক্রয়াদেশ পুনর্বহাল নিশ্চিত করা হয়।[৩৪] জুলাই মাস পর্যন্ত ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মোট **১১** বিলিয়ন ডলারের নতুন কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।[৩৫] যা এ খাতে ব্যবসা পুনরায় শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

রপ্তানি আদেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উল্লেখযোগ্য ব্র্যান্ডের তালিকায় রয়েছে এইচঅ্যান্ডএম, ইনডিটেক্স, ভিএফ, গ্যাপ, কিয়াবি, পিভিএইচ, বেস্টসেলার, টেসকো, জেসিপেনি, এডিডাস, আসোস, লেভি স্ট্রস, লুলুলেমন এথলেটিকা, মার্কস এন্ড স্পেন্সার, নেক্রট, নাইকি, রাল্‌ফ লওরেন কর্পোরেশন (পোলো), টার্গেট, আন্ডার আর্মার, এলপিপি ও ইউনিকলোর মতো বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান।[৩৬] যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ব্র্যান্ড প্রাইমার্ক ও সুইডেন ভিত্তিক এইচএন্ডএম নতুন করে যথাক্রমে ৩৭ কোটি পাউন্ড ও ৫০ কোটি মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[৩৭]

খ. বাস্তবতা

সরকার ও মালিকপক্ষ কর্তৃক মার্চ ২০২০ পর্যন্ত করোনা সংকট মোকাবেলায় তৈরি পোশাক খাতে কোনো কার্যকর পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয় নি। সরকার করোনার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে মূলত মালিকপক্ষের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে। মালিকপক্ষ জানুয়ারী হতে মার্চ পর্যন্ত চীনে করোনা ভাইরাস সংক্রমণকে বাণিজ্য সম্প্রসারণের একটি সুযোগ হিসেবে দেখে। এ খাতের নেতৃবৃন্দ করোনা মহামারির কারণে চীন থেকে তৈরি পোশাক ব্যবসার একটি বড় অংশ বাংলাদেশে চলে আসবে এমন আত্মতুষ্টিতে ভোগে। অথচ দেশে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লে সংকট মোকাবেলা করে কিভাবে শ্রমিক সুরক্ষা ও কারখানা পরিচালনা করা হবে সে সম্পর্কে কোনো ধরনের পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন করা হয় নি।

[২৮] *"পোশাক খাতের কোনো অর্ডার বাতিল করবে না সুইডেন"*, ২৯ এপ্রিল ২০২০, যুগান্তর; https://www.jugantor.com/national/government/302825, access on 01 June 2020.

[২৯] *"Bangladesh seeks US support for RMG sector, Covid-19 response"*, 8 July 2020, Dhaka Tribune; https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2020/04/27/bangladesh-seeks-us-support-for-rmg-sector, access on 01 August 2020.

[৩০] *" পোশাকের ক্রয়াদেশ বাতিল না করতে যুক্তরাজ্যকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর অনুরোধ"*, ২৮ এপ্রিল, দৈনিক সংগ্রাম; https://www.dailysangram.com/post/414008, access on 01 July 2020.

[৩১] *"পোশাকের অর্ডার বাতিল না করতে নেদারল্যান্ডসকে অনুরোধ"*, ৩০ এপ্রিল ২০২০, জাগো নিউজ; https://www.jagonews24.com/national/news/578311, access on 01 May 2020.

[৩২] ৩২ *"গার্মেন্টস ক্রয়াদেশ বাতিল রোধে ইইউ পার্লামেন্টে চিঠি"*, ১৬ মে ২০২০, জাগো নিউজ, https://www.jagonews24.com/economy/news/582594, access on 01 June 2020.

[৩৩] *"Italys teddy group commits to support Bangladesh RMG sector"*, 16 August 2020, The business Standard; https://tbsnews.net/economy/rmg/italian-fashion-company-teddy-commits-continuous-support-bangladeshi-rmg-sector-95236, access on 01 September 2020.

[৩৪] *"আবার সুদিন ফিরছে গার্মেন্টে"*, ১৯ জুলাই ২০২০, বাংলাদেশ প্রতিদিন; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/07/19/549684, access on 01 August 2020.

[৩৫] *"পোশাক খাতে সুখবর: ১১ বিলিয়ন ডলারের রফতানি আদেশ পেলো পোশাক খাত"*, ২৭ জুলাই ২০২০, আরএমজিবিডি; https://rmgbd.net/2020/07/9F/, access on 29 July 2020.

[৩৬] Has committed to pay in full for orders completed and in production. https://www.workersrights.org/updates-and-analysis/, access on 01 October 2020.

[৩৭] *"বিদেশি ক্রেতারা আসছেন, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পোশাক খাত"*, ১৮ জুলাই ২০২০, আরএমজিবিডি; https://rmgbd.net/2020/07/, access on 25 July 2020.

সরকার ও মালিকপক্ষ বিভিন্ন কূটনৈতিক আলোচনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার কারণে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাতিল হওয়া প্রায় ৯০ শতাংশ ক্রয়াদেশ পুনর্বহাল করতে সক্ষম হলেও অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১০ শতাংশ (প্রায় ৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ২,৬৯৩ কোটি টাকা) বাতিলকৃত ক্রয়াদেশের অধিনে উৎপাদিত পণ্য শিপমেন্ট করতে পারে নি। বিজিএমইএ ও শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ওপর ক্রয়াদেশের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। অধিকাংশ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে বাতিলকৃত ক্রয়াদেশের মূল্য পরিশোধের অঙ্গীকার করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্রয়াদেশ বাতিল করেছে এমন অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তা পূনর্বহালে কোনো অঙ্গীকার করে নি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - আর্কেডিয়া, সিএন্ডএ, এডিনবার্গ উলেন মিল, জেসি পেনি, কোহলস, লি এন্ড ফাঙ্গ, মাদারকেয়ার, প্রাইমার্ক, রস স্টোরস, সিআরস, দি চিল্ড্রেন প্লেস, টিজেএক্স ও আর্বান আউট ফিটারস, অন্যতম।

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, অধিকাংশ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান করোনাকালে তাদের বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ করলেও অনলাইনে ব্যবসা চালিয়ে গেছে। এসকল ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছুক্ষেত্রে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের লভ্যাংশ প্রদান করলেও পণ্য উৎপাদনকারিদের এ পরিস্থিতিতে কোনো মূল্য পরিশোধ করে নি। যেমন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কোহল এপ্রিল মাসে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের জন্য ১০৯ মিলিয়ন ডলার এবং টিজেএক্স ৪৮০ মিলিয়ন ডলার লভ্যাংশ ঘোষণা করে।[৩৮] অথচ দুইটি প্রতিষ্ঠানই তাদের পণ্য উৎপাদন সম্পন্ন হওয়ার পরেও উৎপাদিত পণ্য নিতে অপরাগতা প্রকাশ করে। যেসকল প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার অঙ্গিকার করেছে তাদের বিরুদ্ধে অনেকক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্য ছাড় প্রদানে কারখানা মালিকদের বাধ্য করার অভিযোগ পাওয়া যায়।[৩৯] যেমন- লেবেলস ব্র্যান্ড তাদের পণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে ৩০ শতাংশ মূল্য ছাড় দাবি করেছে।[৪০] অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দীর্ঘ মেয়াদি সময়ের (৯০ থেকে ১৮০ দিন) শর্ত যোগ করে দিয়েছে।[৪১] অধিকাংশ ক্রেতা প্রতিষ্ঠান নতুন কার্যাদেশের ক্ষেত্রে করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগে পণ্যের মূল্য পূর্বের তুলনায় ৫-১৫ শতাংশ কম গ্রহণে বাধ্য করছে, যা কারখানা মালিকদের লোকসানের সম্মুখীন করছে।[৪২] ফলে পোশাক শিল্পে নগদ প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়া এবং কারখানা শ্রমিকদের কর্মহীন হয়ে পড়ার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

২.২.২ প্রণোদনা

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

সরকার কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক খাতের ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। শ্রমিক সুরক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ২৫ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের প্রথম পর্যায়েই তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের এপ্রিল, মে ও জুন মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন, যা কারখানা মালিকরা ২% সুদে সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে নিতে পারবে।[৪৩] ঋণের নীতিমালা অনুযায়ী কারখানা মালিকরা যে সকল ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করে সে সকল ব্যাংকে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং যারা নিয়মিত পোশাক শ্রমিকদের বেতন প্রদান করে শুধু তারা এ প্রণোদনার অর্থের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরবর্তীতে কারখানা মালিকদের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক শ্রমিকদের বেতন-ভাতা প্রণোদনার অর্থের পরিমাণ দুই দফা বৃদ্ধি করে সর্বমোট ১০,৫০০ কোটি টাকা প্রদান করে।[৪৪] তবে তৃতীয়বার ঘোষিত প্রণোদনার অর্থের জন্য ৪.৫% শতাংশ সুদ দিতে হবে। তথ্যানুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি ৪৭টি ব্যাংকের মাধ্যমে বিজিএমইএ'র ১,৩৭০টি এবং বিকেএমইএর ৪২০টি কারখানাসহ মোট ২,০৪৪টি প্রতিষ্ঠানকে এ প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ দেওয়া হয়। শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন দেওয়ার জন্য ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ প্রায় ১৯ লাখ শ্রমিককে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে নিজস্ব মোবাইল অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়।[৪৫]

---

[৩৮] প্রাগুক্তি ...

[৩৯] প্রাগুক্তি ...

[৪০] প্রাগুক্তি ...

[৪১] প্রাগুক্তি ...

[৪২] প্রাগুক্তি ...

[৪৩] *"প্রণোদনার টাকায় পোশাক শ্রমিকদের বেতন শুরু"*, ৯ মে ২০২০, কালের কণ্ঠ; https://www.kalerkantho.com/print-edition/industry-business/2020/05/10/909554, access on 15 July 2020.

[৪৪] *"আরও তিন মাসের বেতন দিতে প্রণোদনা চান পোশাক মালিকরা"*; ২৭ আগষ্ট, ২০২০, বিডিনিউজ২৪.কম; https://bangla.bdnews24.com/business/article1795046.bdnews, access on 12 September 2020.

[৪৫] *"৮৩% শ্রমিক বেতন পেয়েছে মোবাইল ব্যংকিং হিসেবে"*; ২৮ মে, ২০২০, বাংলা নিউজ; https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/790956.details, access on 01 July 2020.

বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) থেকে পোশাক খাতের গ্রাহকদের ঋণের পরিমান ৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সুদের হার কমানো হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ১ শতাংশ 'লাইবর প্লাস' সুদ রাখবে এবং ব্যাংকসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ২ শতাংশ মুনাফা করতে পারবে।[৪৬] করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় জাতীয় বাজেট ২০২০-২১ এ তৈরি পোশাক খাতের জন্য বিভিন্ন সুবিধা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২০২০-২১ সালের বাজেটে তৈরি পোশাক খাতে নগদ প্রণোদনা প্রদানের জন্য ২,৮৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৪৭] এক্ষেত্রে চার শতাংশ রপ্তানি প্রণোদনার সাথে অতিরিক্ত এক শতাংশ রপ্তানি প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হয়েছে।[৪৮] তৈরি পোশাকের কর হার আগের ন্যায় দুই বছরের জন্য ১০-১২ শতাংশ রাখা হয়েছে, যদিও অন্যান্য খাতে তা ২৫-৩২.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।[৪৯]

সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্পের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা ও বৃহৎ শিল্পের জন্য ৩৩ হাজার কোটি টাকার কার্যকরি মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়।[৫০] নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য গঠিত এই ঋণ সহায়তা তহবিলের ৩৯% এবং বৃহৎ শিল্পের জন্য গঠিত তহবিলের ৮৫% অর্থ বিতরণ করা হয়েছে।[৫১] এছাড়া সরকার করোনা সংকট মোকাবেলায় এ খাতে কাঁচামাল আমদানিতে কর হ্রাস ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অব্যাহতি প্রদান এবং উৎপাদন পর্যায়ে কর হার হ্রাস বা অব্যাহতি প্রদান করেছে। এই প্রণোদনার আওতায় কৃত্রিম তন্তু উৎপাদনকে কর থেকে অব্যাহতি প্রদান; সুতা উৎপাদনে কর হার হ্রাস; পিপিই ও মাস্ক উৎপাদনে শুল্ক অব্যাহতি; তুলা আমদানির উপর শূন্য শতাংশ শুল্কহার অব্যাহত রাখা হয়েছে। এছাড়া আরএফআইডি ট্যাগ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেসিং সিস্টেম, কাটিং টেবিল আমদানীতে রেয়াতি সুবিধা দেওয়া হয়েছে।[৫২] আমদানি পর্যায়ে শিল্পের কাঁচামালের ওপর আগাম কর ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৪ শতাংশ নির্ধারণ এবং বিনা শুল্কে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি আমদানি অব্যাহত রাখা হয়েছে।[৫৩] তাছাড়া, শাহাজালাল বিমানবন্দর কার্গো ব্যবস্থা এবং সমুদ্রবন্দরে অতিরিক্ত সময় পণ্য রাখার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ থেকে তৈরি পোশাক পণ্যসমূহকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।[৫৪]

করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সহায়তা তহবিল গঠন করা হয়। করোনায় আক্রান্ত পোশাক শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পক্ষ থেকে ৯৩ মিলিয়ন ইউরো এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) বাজেট সহায়তায় ৫০ কোটি ডলারের দু'টি তহবিল গঠন করা হয়। এডিবির বরাদ্দকৃত অর্থের বৃহৎ অংশ শ্রমিকদের বেতন-ভাতা দেওয়ার প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৫৫] তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত প্রায় ৭৬ হাজার নারী শ্রমিককে জরুরি সহায়তার প্রদানের উদ্দেশ্যে এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন ১.৩ মিলিয়ন ডলারের

---

[৪৬] *"পোশাক খাতের জন্য ঋনের আকার বাড়ালো বাংলাদেশ ব্যাংক"*, ১৭ মে ২০২০, জাগো নিউজ; https://www.jagonews24.com/economy/news/582978, access on 08 June 2020.

[৪৭] *"পোশাক খাতে প্রণোদনা ২৮৮৫ কোটি টাকা"* ১৩ জুন ২০২০, দৈনিক প্রথম আলো; https://www.prothomalo.com/economy/article/1598923/, access on 22 June 2020.

[৪৮] *"তৈরি পোশাক খাতে অতিরিক্ত ১ শতাংশ রপ্তানি প্রণোদনা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব"*, ১১ জুন ২০২০, ইউএনবি; https://unb.com.bd/bangla/category/, access on 13 June 2020.

[৪৯] *"কেমন হলো করোনাকালের বাজেট"*, ১৮ জুন ২০২০, বণিক বার্তা; https://bonikbarta.net/home/news_description/232869/, access on 08 June 2020.

[৫০] *" তৈরি পোশাক খাত আবারও ঘুরে দাড়াবে"*, ১৭ জুন কালের কণ্ঠ; https://www.kalerkantho.com/print-edition/profit-loss/2020/06/17/923771, access on 13 October 2020.

[৫১] *"এসএমই খাতের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের সময় বাড়লো"*; ০১ নভেম্বর, ২০২০; https://www.banglatribune.com/business/news/650627/, access on 13 November 2020.

[৫২] *"বাজেটে খুশি বিজিএমইএ, উৎসে কর ০.২৫% রাখার অনুরোধ"*, ১২ জুন ২০২০; https://bangla.bdnews24.com/business/article1768925.bdnews, access on 13 June 2020.

[৫৩] প্রাগুক্তি ...

[৫৪] "*RMG owners get waiver from demurrage of airport warehouse*", 28 April 2020, The Business standard; https://tbsnews.net/economy/rmg/rmg-owners-get-waiver-demurrage-airport-warehouse-74812, access on 07 May 2020.

[৫৫] *"করোনা সংকটে দাতারা ২৬ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে"*, ০৮ জুলাই ২০২০, প্রথম আলো; https://www.prothomalo.com/economy/article/1667741/, access on 14 August 2020.

একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে।[৫৬] এছাড়া লেভিস্ট্রস তাদের পণ্য উৎপাদনকারী কারখানাসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের জরুরি সহায়তার জন্য ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছে।[৫৭]

খ. প্রণোদনার প্রাক্কলিত পরিমাণ

মার্চ মাসে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হওয়ার পর থেকে সরকার, বিভিন্ন দেশ ও জোট এবং আর্ন্তজাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক তৈরি পোশাক খাতের করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় বিভিন্ন ধরনের অর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করে। সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কারখানা মালিকদের ব্যবসা পরিচালনা ও শ্রমিকদের বেতন প্রদানে ঋণ সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তা- এই দুই ধরনের প্রণোদনা/সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় - প্রাক্কলিত আর্থিক পরিমাণ ৬২,৮৭৯.৭১ কোটি টাকা।

সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজে ঋণ সহায়তা ছিল ৯৫.৩৪% (প্রাক্কলিত ৫৯,০৯০ কোটি টাকা)। এই ঋণ সহায়তা প্যাকেজের আওতায় প্রায় ৯,১৮৮ (প্রাক্কলিত) কোটি টাকা তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের তিন মাসের বেতন প্রদানের জন্য দেওয়া হয়। এসব প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় তৈরি পোশাক শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় তৈরি পোশাক খাতের বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য মোট ৩৯,০৮০ কোটি টাকার (প্রাক্কলিত) আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করা হয়। আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তার পরিমাণ বেশি, যা প্রায় ২,৮৯৫ কোটি টাকা।

সারনী ১: এক নজরে তৈরি পোশাক খাতে প্রণোদনার পরিমাণ (প্রাক্কলিত)

প্রণোদনা/ সহায়তার ধরণ	প্রণোদনা/সহায়তা	প্রণোদনা/সহায়তার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মোট অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
ঋণ সহায়তা	এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা দেওয়ার জন্য ঋণ	৯,১৮৮.০০*	৫৯,০৯০.০০
	রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলে ঋণের পরিমাণ ৫০০ কোটি	১০,৮২২.০০**	
	বৃহৎ শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ	৩৪,৮০০.০০*	
	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা	৪,২৮০.০০***	
আর্থিক সহায়তা	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জার্মানি কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত	৮৭৫.০০	৩,৭৮৯.৭১
	এইচএন্ডএম ফাউন্ডেশন নারী পোশাক শ্রমিকদের	১১.০০	
	লেভিস্ট্রস সংশ্লিষ্ট কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জরুরি	৮.৫০	
	‘টেক্স-এ্যাবো ইন্টারন্যাশনাল’ কর্তৃক শ্রমিকদের	০.২১	
	রপ্তানির জন্য নগদ সহায়তা ১% বৃদ্ধি	২,৮৯৫.০০	
মোট		৬২,৮৭৯.৭১	৬২,৮৭৯.৭১

* দেশের মোট বৃহৎ শিল্পের ৮৭.৫০% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;

** দেশের মোট রপ্তানির ৮৫.২৭% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে;

*** দেশের মোট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ২১.৪০% তৈরি পোশাক খাতের হিসেবে

চিত্র ৩ অনুযায়ী বিভিন্ন অংশীজন (সরকার, উন্নয়ন সহযোগি ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক মোট প্রণোদনার ৫৫.৩৪% (প্রাক্কলিত ৩৪,৮০০ কোটি টাকা) বৃহৎ শিল্পের কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজ হিসেবে এবং ১৭.২১% (প্রাক্কলিত ১০,৮২২ কোটি টাকা) রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের অংশ থেকে প্রদান করা হয়। মোট প্রণোদনা প্যাকেজের ১৪.৬০% (প্রাক্কলিত ৯,১৮৮ কোটি টাকা) সরকার কর্তৃক শ্রমিকদের এপ্রিল-জুলাই মাসের বেতন-ভাতা প্রদানে মালিকদের ঋণ সহায়তা দেওয়া হয়। তাছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সহায়তা তহবিল গঠন করে, যা মোট প্রণোদনার যথাক্রমে ১.৪% ও ০.০৩%।

[৫৬] *“H&M Foundation to provide $1.3m for supporting Female apparel workers”*, 09 July 2020; https://www.dhakatribune.com/business/2020/07/09/h-m-foundation-to-provide-1-3m-for-supporting-female-apparel-workers, access on 15 Ocober 2020.

[৫৭] প্রাগুক্তি ...

চিত্র ৩: অংশীজন কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনার হার ও পরিমাণ (কোটি টাকা)

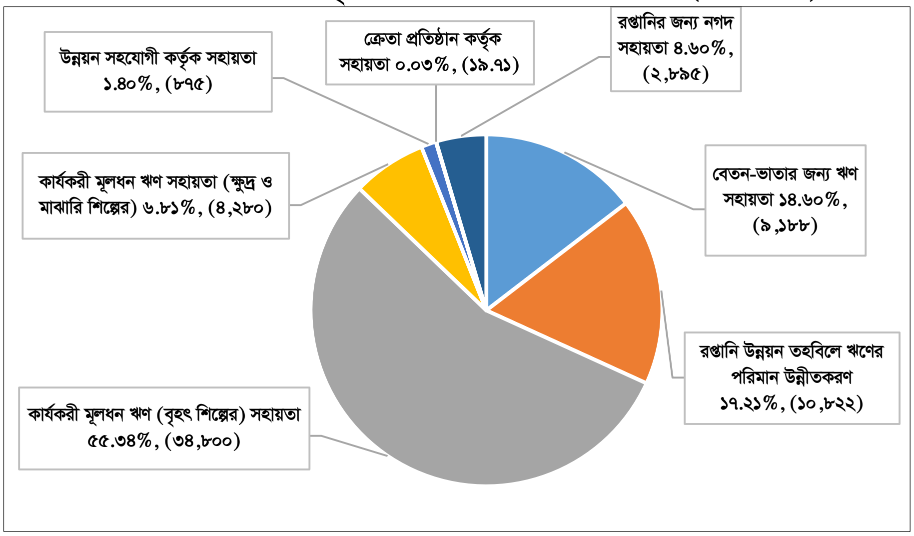

গ. বাস্তবতা

করোনা উদ্ভূত সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন এবং তৈরি পোশাক শ্রমিকদের দুর্দশা বিবেচনা করে কর্মরত শ্রমিকদের এপ্রিল-জুন মাসের বেতন প্রদানের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনার বৃহৎ অংশ কারখানা মালিকদের ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য দেওয়া হয়। যা সরকার, উন্নয়ন সহযোগী ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট প্রদেয় প্রণোদনার ৮৩.৯৭% এবং শ্রমিকদের বেতন প্রদান ও সুরক্ষার জন্য ১৬.০৩%। তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত প্রায় ৩৩ লক্ষ (বিবিএস, ২০১৬) শ্রমিকের এপ্রিল-জুলাই (চার মাস) পর্যন্ত প্রাক্কলিত বেতন-ভাতা প্রায় ১২,৬৯২ কোটি টাকা হলেও সরকার কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনার পরিমান ছিল ৯,১৮৮ (প্রাক্কলিত) কোটি টাকা, যা প্রয়োজনের তুলনায় ২৭.৬% কম। ফলে পোশাক খাতে কর্মরত মোট শ্রমিকের প্রায় ৪২.০২% (প্রাক্কলিত ১৪ লক্ষ) বেতন-ভাতা বাবদ সরকারি প্রণোদনার অর্থ হতে বঞ্চিত হয়।

চিত্র ৪: শ্রমিক ও মালিকপক্ষের প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার হার (%)

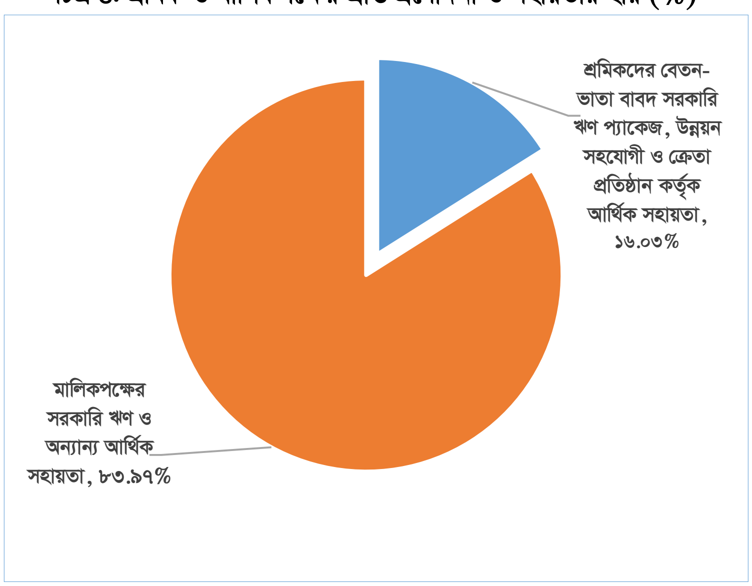

উন্নয়ন সহযোগী ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ৮৯৫ (প্রায় ১.৪৩%) কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনার ৯৭.৯৮% শতাংশ এখনো শ্রমিকদের দেওয়া

যায় নি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও জার্মান সরকার কর্তৃক গঠিত এই তহবিলটি এখনও ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। তহবিলটি গঠনের প্রায় তিন মাস (আগষ্ট ২০২০) পর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।[৫৮] প্রজ্ঞাপনে মালিকপক্ষের সংগঠনসমূহকে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের তালিকা তৈরির দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু সরকার ও মালিকপক্ষের সংগঠনসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের তালিকা প্রণয়নে অনাগ্রহ হওয়া ও দায়িত্বে পালনে অবহেলার কারণে তহবিলটি এখনও ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। ফলে সম্ভাব্য সুবিধাভোগী প্রায় ১০ লাখ শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা সহায়তাটি হতে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া, প্রজ্ঞাপনে তহবিলটি তৈরি পোশাক শিল্পের দুটি সংগঠনে (বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ) কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়।[৫৯] ফলে তৈরি পোশাকখাতের এই দু'টি মালিক সংগঠনের বাইরে থাকা কারখানাসমূহ ও সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

সরকার ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় প্রণোদনার কোনোটিতে সাব কন্ট্রাক্ট বা ক্ষুদ্র কারখানার শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে সাব-কন্ট্রাক্ট ও ক্ষুদ্র কারখানাসমূহের সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩,০০০ কারখানার ১৫ লক্ষ শ্রমিকের বেতন-ভাতা পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা পাওয়া সত্ত্বেও কারখানা লে-অফ ঘোষণা এবং করোনা সংকটের শুরুতে ছাঁটাই হওয়ার কারণে ৬৪টি কারখানার ২১ হাজার শ্রমিক এই সময় বেতন-ভাতা পায় নি। এছাড়া অধিকংশ ক্ষেত্রে ব্যাংক হতে অর্থ ছাড়ের পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে কারখানাসমূহের অর্থ প্রাপ্তিতে এক মাসের অধিক সময় ব্যয় হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এবং এমএফএস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বেতন উত্তোলনে সময় ও অর্থ তুলনামূলক বেশি ব্যয় হওয়ায় এ পদ্ধতি ব্যবহারে শ্রমিকরা অনাগ্রহী।

সরকার ঘোষিত কার্যকরী মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজের ক্ষেত্রেও বৈষম্যের অভিযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তিতে বড় কারখানাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। এসব বৃহৎ শিল্পের মালিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও তদবিরের অভিযোগ রয়েছে। বৃহৎ শিল্পের জন্য গঠিত তহবিল ছাড়ের গতিশীলতা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। দেখা যায়, নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রায় বৃহৎ শিল্পের জন্য ঘোষিত মূলধন ঋণ সহায়তা প্যাকেজের প্রায় ৮৫% বিতরণ করা হয়েছে, এ হার ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের ক্ষেত্রে মাত্র ৩৯%। এক্ষেত্রে ঝুঁকি বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রদানে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। আবার ঋণের টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে বৃহৎ খাতের জন্য দুই বছর নির্ধারণ করলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের জন্য তা এক বছর নির্ধারণ করা হয়েছে, যা দুই শিল্পের মধ্যে বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে।[৬০]

সরকার কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক রপ্তানির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নানাবিধ প্রণোদনার ব্যবস্থা করলেও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ শিল্পের জন্য কোনো প্রণোদনার ব্যবস্থা করে নাই। উল্লেখ্য, তৈরি পোশাক খাতে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ শিল্পের অবদান প্রায় ১৫-১৮ শতাংশ।[৬১] তাছাড়া, তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য উৎস কর পূর্বে ০.২৫ শতাংশ থাকলেও কোভিড-১৯ মহামারিকালে ব্যবসা কমে যাওয়া সত্ত্বেও উৎস কর ০.৫০ শতাংশ করা হয়েছে। যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ শিল্পের ব্যবসা টেকসইকরণে বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

২.২.৩ করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

মার্চ মাসে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ শুরু হলে তৈরি পোশাক কারখার শ্রমিক ও কিছু শ্রমিক সংগঠন কারখানা বন্ধ করার দাবি করে। তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ করে সংক্রমণ প্রতিরোধে কারখানা বন্ধের জন্য সরকার হতে কোনো সুনির্দষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। ২১ মার্চ শ্রম মন্ত্রণালয়ে জাতীয় শ্রমিক লীগ, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র সাথে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর রুদ্বদার বৈঠকের পর কারখানা খোলা রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।[৬২] ২২ মার্চ শ্রমিক সংগঠনের সাথে বৈঠকে সবেতনে কারখানা বন্ধের দাবি উত্থাপন করা হলেও শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে কারখানা বন্ধ করার কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই এমন ঘোষণা দেওয়া হয়।[৬৩] ২৩ মার্চ তৈরি পোশাক কারখানাকে আওতার বাইরে

---

[৫৮] *"SIX MONTH WITH CORONA VIRUS WHERE THE ECONOMY STANDS NOW: Govt plans hand out for the laid off"* 09 September 2020, the daily star; http://socialprotection.gov.bd/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-09-Govt-plans-handouts-for-the-laid-off-_-The-Daily-Star.pdf, access on 22 September 2020.

[৫৯] প্রাগুক্তি ...

[৬০] প্রাগুক্তি ...

[৬১] *"রপ্তানিমূখী গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ ও প্যাকেজিং শিল্প খাত বাজেটে বঞ্চিত"*, ১৩ জুন ২০২০, বণিক বার্তা; https://bonikbarta.net/home/news_description/232375/, access on 26 June 2020.

[৬২] সভায় প্রতিমন্ত্রী জানান *"মিলকারখানা বন্ধ করতে হবে সেটা যেনো কারো মাথায় না ঢোকে"*, ২২ মার্চ, যুগান্তর (প্রিন্ট সংস্করণ)

[৬৩] *"গার্মেন্টস কারখানা বন্ধের কোনো সিদ্ধান্ত হয় নাই"*, ২২ মার্চ ২০২০, বাংলা ট্রিবিউন; https://www.banglatribune.com/business/news/615005/, access on 11 May 2020.

রেখে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৪ মার্চ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে জারী করা সাধারণ ছুটির প্রজ্ঞাপনে প্রয়োজনে রপ্তানিমুখী শিল্প চালু রাখা যাবে এমন বলা হয়।[৬৪] এ সময় বিজিএমইএর সভাপতি কারখানা বন্ধ করার নির্দেশনা দিলেও শ্রমিকরা নিয়মিত মার্চ ও এপ্রিল মাসের বেতন পাবেন বলে আশ্বস্ত করা হয়।[৬৫] সরকার ঘোষিত ছুটি বৃদ্ধি পেলে বিজিএমইএ সভাপতি ৫ এপ্রিল কারখানাসমূকে এ ছুটির সাথে সমন্বয় করে তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধের মালিকদের অনুরোধ জানান।[৬৬]

খ. বাস্তবতা

কারখানা বন্ধ করে শ্রমিক সংক্রমণ প্রতিরোধের বিষয়ে সরকারের দ্বায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। ২৫ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের বেতন প্রদানে প্রণোদনার দ্বায়িত্ব নেওয়া হলেও কারখানা বন্ধের বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়। ২৭ মার্চ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নির্দেশনা জারী করে যে, যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে কলকারখানা বন্ধের কোনো নির্দেশনা ছিলো না তাই শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চত করে কারখানা খোলা রাখা যাবে।[৬৭] ২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে ৩১ দফা নির্দেশনা আসে যার ২১ নম্বর নির্দেশনা ছিলো শিল্প মালিকরা শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করে উৎপাদন অব্যাহত রাখবেন।[৬৮] পরবর্তী সকল সরকারি নির্দেশনায় রপ্তানিমুখী শিল্প খোলা রাখা যাবে এমন বলা হয়।

সরকারের সাধারণ ছুটির ঘোষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিজিএমইএ কর্তৃক ৪ এপ্রিল পর্যন্ত কারখানা বন্ধ রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু সরকার পুনরায় পরিস্থিতি বিবেচনায় ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণ ছুটি বর্ধিত করলেও ১ এপ্রিল বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতিনিধিদের আলোচনায় কারখানাসমূহ ৫ এপ্রিল খোলার বিষয়টি গুরুত্ব পায়।[৬৯] ৪ এপ্রিল কার্যত লকডাউনের পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকার আশেপাশে ও দুরবর্তী জেলাগুলো থেকে পায়ে হেটে, রিক্সা ও ভ্যানে করে অমানুষিক কষ্ট করে তৈরি পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় চলে আসে। সমালোচনার মুখে মালিকরা কারখানা বন্ধ ঘোষণা করলে পুনরায় শ্রমিকদের অনিশ্চিয়তার মধ্যে নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে হয়। ফলে এসকল অঞ্চলে ব্যাপকভাবে করোনা ছড়ানোর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে ২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মে এর মধ্যে অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৭০] কিন্তু কারখানা খোলার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক কারখানা খোলার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। বরং বিশৃঙ্খলভাবে কারখানা খোলা হয়, যা ঐ সকল অঞ্চলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

২.২.৪ করোনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক কোভিড-১৯ মহামারির বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কারখানার পার্টিসিপেশন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারখানা মালিকদের নির্দেশনা প্রদান করে। এবং বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র

[৬৪] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, প্রজ্ঞাপন নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০১৪.০৭-৭২

[৬৫] প্রাগুক্তি ...

[৬৬] *"পোশাক কারখানা বন্ধের অনুরোধ বিজিএমইএর"*, ১১ এপ্রিল ২০২০, প্রথম আলো; https://www.prothomalo.com/economy/article/1648827/, access on 13 August 2020.

[৬৭] *"মরন খেলার টাইমলাইন: করোনায় 'খরচযোগ্য' গার্মেন্টস শ্রমিক"*, ২৫ এপ্রিল ২০২০, ঠোটকাটা; https://thotkata.com/2020/04/25/, access on 20 June 2020.

[৬৮] তথ্য অধিদপ্তর (পিআইডি), তথ্য বিবরনী নং ১২১২, দেশে করোনা ভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) এর বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা, ঢাকা, ২০ চৈত্র (৩ এপ্রিল); http://www.pressinform.gov.bd/site/allnotes/4af65eae-8a97-45a6-9fe1-1df88f792aee, access on 26 October 2020.

[৬৯] "পোশাক কারখানা বন্ধ রাখার অনুরোধ বিজিএমইএর", ৪ এপ্রিল ২০২০, প্রথম আলো; https://www.prothomalo.com/economy/article/1648827/, access on 18 July 2020.

[৭০] ৪ মে থেকে সব কারখানা খোলা থাকার পরিকল্পনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে এসব কারখানা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। বিজিএমই এর সাবেক সভাপতি সংসদ সালাম মুর্শেদি উল্লেখ করেন, আমরা যান চলাচল স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম-গঞ্জের কোনো শ্রমিক আনতেও নিষেধ করেছি। ঢাকার বাহিরের শ্রমিককে না আনার ব্যাপারে কঠোরভাবে বলা আছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতিমালা মেনে আমরা কারখানা খুলতে যাচ্ছি। তিনি বলেন আরও বলেন, আগামীকাল রবিবার থেকে শুধু ঢাকা শহরের ভেতরের ৮টি স্থানের কারখানা চালু হবে। ঢাকার ভেতরকার শমিক দিয়েই কারখানা চালানো যাবে। এছাড়া ২৮ তারিখ থেকে খোলা হবে আশুলিয়া থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত সব কারখানা। নারায়ণগঞ্জ কাচপুর, রুপগঞ্জ এলাকার কারখানা চালু হবে ৩০ তারিখ থেকে। ২,৩ ও ৪ মে টঙ্গি থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত কারখানা চালু হবে। - ২৫ এপ্রিল ২০২০, বাংলা ট্রিবিউন

সহায়তায় আইএলও কর্তৃক ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কারখানার সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য 'লার্নিং হাব' প্রকল্প চালু করে। আইএলও মূলত ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে তিনটি বিষয়ে এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করে। এগুলো হলো- শ্রমিকদের মধ্যে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি; কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; এবং কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সামাজিক মতবিনিময় সভা আয়োজন করা। অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সুইডেন ও ডেনমার্ক সরকার কর্তৃক সাত লাখ পঞ্চাশ হাজার মার্কিন ডলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৫০ জন শ্রমিককে কারখানার সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।[৭১]

খ. বাস্তবতা

বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ কারখানায় কোভিড-১৯ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয় নি এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে কারখানা মালিকদের আগ্রহের ঘাটতি লক্ষণীয়। করোনা ভাইরাস সংকট মোকাবেলায় স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। কারখানা মালিকদের কারখানা অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা ও অগ্রহের ঘাটতি দেখা যায়। তাছাড়া, আইএলও'র লার্নিং হাব প্রকল্পের অধিন কারখানাসমূহে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা তৈরি পোশাক খাতের মোট শ্রমিকের সংখ্যা বিবেচনায় অতি নগণ্য।

২.৩ অংশগ্রহণ ও সমন্বয়

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক শ্রমিক ও মালিকদের সমন্বয়ে সংকট মোকাবেলার আহ্বান জানানো হয়। করোনা সংকট মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী প্রদেয় ৩১ দফা নির্দেশনায় কারখানা মালিক ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন।[৭২] এরই ধারাবাহিকতায় সরকার, বিজিএমইএ ও কারখানা মালিকদের সমন্বিত উদ্যোগে ২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মে এর মধ্যে অঞ্চলভেদে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৭৩] সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ'র কার্যালয়ে 'কন্ট্রোল রুম' স্থাপন করা হয়। এছাড়া, কারখানাসমূহে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন প্রতিপালন অবস্থা পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে সভাপতি ও সিভিল সার্জনকে সদস্য সচিব করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়, যা তৈরি পোশাক কারখানা অধ্যুষিত জোলাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই কমিটিসমূহের অন্যান্য সদস্যরা হলো - উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ'র প্রতিনিধি এবং একজন আইনজীবী।[৭৪]

খ. বাস্তবতা

কোভিড-১৯ উদ্ভূত সংকটে তৈরি পোশাক খাতের কর্মরত শ্রমিক সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা ও সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কারখানা মালিকরা বেতন-ভাতা না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়। সরকারের সিদ্ধান্তে ২৬ মার্চ সকল গণপরিবহন বন্ধ করে দেওয়ায় বিশৃঙ্খল ভাবে সামাজিক দূরত্ব না মেনে অত্যন্ত অমানবিক কষ্ট করে শ্রমিকরা নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। ৪ এপ্রিল পূনরায় কারখানা খোলার খবরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হতে তৈরি পোশাক কারখানা শ্রমিকরা ঢাকাসহ অন্যান্য পোশাক কারখানা অধ্যুষিত এলাকায় চলে আসে। সমালোচনার মুখে একই দিন পূনরায় বন্ধ ঘোষণা করে।[৭৫] এভাবে কারখানা বন্ধ, খোলা বা পুনরায় বন্ধের ক্ষেত্রে সারাদেশে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। কোভিড-১৯ উদ্ভূত সংকট

---

[৭১] *"ILO partners with BGMEA and BKMEA to launch Covid 19 safety 'Learning hub' for RMG workers";* https://www.ilo.org/dhaka/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/WCMS_749732/lang--en/index.htm, access on 13 November 2020.

[৭২] *"করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর ২১ দফা নির্দেশনা"*, ২৬ এপ্রিল ২০২০; প্রথম আলো; https://www.prothomalo.com/bangladesh

[৭৩] *"করোনা ভাইরাস পোশাক কারখানায় স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণ কে নিশ্চিত করবে ?"*, ২৬ এপ্রিল ২০২০, বিবিসি নিউজ বাংলা; https://www.bbc.com/bengali/news-52434484, access on 25 May 2020.

[৭৪] *"Committees formed to enforced health protocol in RMG factories"*, 27 May 2020; https://tbsnews.net/economy/rmg/committees-formed-enforce-health-protocol-rmg-factories-84268, access on 30 June 2020.

[৭৫] "শ্রমিকদের বের করার দায় নিতে হবে বিজিএমইকে" ৫ এপ্রিল ২০২০, বিডিনিউজ২৪.কম, https://bangla.bdnews24.com/business/article1743023.bdnews, access on 15 October 2020.

মোকাবেলায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অভিমত অনুযায়ী জানা যায় কারখানা খোলা বা বন্ধের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না। ফলে সরকারের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতির বিষয়টি প্রকাশ পায়।[৭৬]

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও কারখানা খোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে মালিকপক্ষ কোনো আলোচনা/সভা করে নি। একইভাবে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তৈরি পোশাক কারখানা পরীবিক্ষণ কমিটিসমূহে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রমিক প্রতিনিধি না রাখার ফলে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় নি এবং কমিটিসমূহ কার্যকরভাবে কারখানা পরিদর্শন করতে পারে নি। একইভাবে, বিজিএমইএর পক্ষ থেকে ২৮ এপ্রিল থেকে ৪ মে এর মধ্যে অঞ্চলভেদে নির্দিষ্ট সংখ্যক কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৭৭] কিন্তু কারখানা খোলার ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্বল্প সংখ্যক কারখানা খোলার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি। বরং বিশৃঙ্খলভাবে কারখানা খোলা হয় যা ঐ সকল অঞ্চলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

২.৪ স্বচ্ছতা

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

করোনা উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় সরকার ও মালিকপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর করোনা ভাইরাস সংক্রমিত কারখানার শ্রমিকদের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে তাদের ২৩টি কার্যালয়ে রেজিস্টার চালু করে। এছাড়া শিল্প পুলিশ কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিল্প পুলিশ কর্তৃক জুলাই মাস পর্যন্ত কারখানাসমূহে কোভিড-১৯ আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা ও কারখানা হতে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের সংখ্যা প্রকাশ করে। বিজিএমইএ তৈরি পোশাক খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে, এগুলো হলো-ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট কার্যাদেশ বাতিলের পরিমাণ, ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা এবং কোভিড-১৯ আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক শ্রমিক অধিকার কনসোর্টিয়ামে কোনো কোনো ক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাতিলকৃত ও পুনর্বহালকৃত কার্যাদেশের আর্থিক পরিমাণ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে।

খ. বাস্তবতা

টিআইবি কর্তৃক রানা প্লাজা পরবর্তীতে এ খাতের সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিতকরণে মালিকপক্ষ ও সরকারপক্ষ হতে তথ্য উন্মুক্ততায় আগ্রহের ঘাটতি দেখতে পায়। পূর্বের মতো করোনা সংকটকালেও এই খাত বিষয়ে মালিকপক্ষ ও সরকারের পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশে ঘাটতি বিদ্যমান। সরকার ও মালিক পক্ষ কর্তৃক কলকারখানার ধরন অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার পরিমাণ এবং প্রণোদনা/সহায়তাপ্রাপ্ত কারখানা ও শ্রমিকের তালিকা প্রকাশ করে নি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্টার চালু করা হলেও করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর হালনাগাদ কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয় নি। উপরন্তু, সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে জুলাই মাসের পর থেকে শিল্প পুলিশ কলকারখানার শ্রমিকদের করোনা সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্য উন্মুক্ত করা থেকে বিরত থাকে।

গবেষণার তথ্যানুযায়ী, বিজিএমইএ-প্রকাশিত তথ্যের সাথে সরকার-প্রকাশিত তথ্যের অনেক ক্ষেত্রে (ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা ও শ্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি) অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়। বিজিএমইএ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প পুলিশ, বিভিন্ন সংগঠন ও গবেষণায় প্রাপ্ত শ্রমিক ছাঁটাই সম্পর্কিত তথ্য স্বীকার করলেও এ সংক্রান্ত নিজস্ব কোনো তথ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে বক্তব্য বা তথ্য প্রকাশ করে নি। বিজিএমইএ ক্রয়াদেশ বাতিল হওয়ার পর নিয়মিত ক্রেতা প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষতিগ্রস্থ কারখানা ও শ্রমিক সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে। মূলত বিভিন্ন প্রণোদনা অর্জনে ও দেনদরবারে মালিকপক্ষকে এসকল তথ্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে বাতিল হওয়া প্রায় ৯০% কার্যাদেশ পুনর্বহাল হলেও বিজিএমইএ'র সে বিষয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকশে বিরত থাকে। তাছাড়া, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যের সাথে কারখানা হতে প্রাপ্ত তথ্যে বাতিলকৃত কার্যাদেশের পরিমাণ কম দেখানো হয়েছে।

---

[৭৬] *"করোনা ভাইরাস: স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার নেতৃত্বে কমিটির সিদ্ধান্তের কথাই জানেন না"*, ৬ এপ্রিল ২০২০, দৈনিক নয়াদিগন্ত; https://www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/493992/, access on 17 October 2020.

[৭৭] ৪ মে থেকে সব কারখানা খোলা থাকার পরিকল্পনা করা হয়। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে এসব কারখানা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। বিজিএমই এর সাবেক সভাপতি সংসদ সালাম মুর্শেদি উল্লেখ করেন, আমরা যান চলাচল স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম-গঞ্জের কোনো শ্রমিক আনতেও নিষেধ করেছি। ঢাকার বাহিরের শ্রমিককে না আনার ব্যাপারে কঠোরভাবে বলা আছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতিমালা মেনে আমরা কারখানা খুলতে যাচ্ছি। তিনি বলেন আরও বলেন, আগামীকাল রবিবার থেকে শুধু ঢাকা শহরের ভেতরের ৮টি স্থানের কারখানা চালু হবে। ঢাকার ভেতরকার শমিক দিয়েই কারখানা চালানো যাবে। এছাড়া ২৮ তারিখ থেকে খোলা হবে আশুলিয়া থেকে মানিকগঞ্জ পর্যন্ত সব কারখানা। নারায়ণগঞ্জ কাচপুর, রুপগঞ্জ এলাকার কারখানা চালু হবে ৩০ তারিখ থেকে। ২,৩ ও ৪ মে টঙ্গি থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত কারখানা চালু হবে। - ২৫ এপ্রিল ২০২০, বাংলা ট্রিবিউন

২.৫ শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা

২.৫.১ বকেয়া মজুরি-ভাতা প্রদান

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

কোভিড-১৯ উদ্ভূত সংকটে তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ বন্ধ হলে শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি প্রদানের ক্ষেত্রে শঙ্কা সৃষ্টি হয়। শ্রম মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২৭ এপ্রিল শ্রম প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ত্রিপক্ষীয় সভায় বন্ধ ও লে-অফকৃত কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ৬০ শতাংশ মজুরি নির্ধারণ করা হয়।[৭৮] পরবর্তীতে, ৪ মে মালিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৫ শতাংশ মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।[৭৯] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৬ মে শ্রমিকদের ঈদের বোনাস ঈদের আগে অর্ধেক এবং বাকি অর্ধেক পরবর্তী ৬ মাসের মজুরির সাথে দেওয়ার বিষয়ে মালিকপক্ষ সম্মত হয়।[৮০] শ্রম মন্ত্রণালয় ২৬ এপ্রিল মহামারিকালে কোনো প্রকার শ্রমিক ছাটাই এবং লে-অফ ঘোষণা করা যাবে না এমন নির্দেশনা প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংক এর পক্ষ থেকে লে-অফকৃত কারখানা সমূহ প্রণোদনার অর্থ পাবে না এমন নির্দেশনা জারি করা হয়। এছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় শ্রমিক ছাটাই এবং বেতন-বোনাস পরিশোধে মালিকদের অনুরোধ জানানো হয়। শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী[৮১] লে-অফকৃত কারখানার ৫০% মজুরি প্রদানের বিধান রয়েছে, কিন্তু মালিকপক্ষ, শ্রমিক ও সরকারের ত্রিপক্ষীয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সকল কারখানায় ৬৫% মজুরি প্রদানে মালিকপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

খ. বাস্তবতা

গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় করোনা সংকটকালে প্রণোদনার অর্থ প্রাপ্তিতে জটিলতা, কার্যাদেশ না থাকা ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বকেয়া পরিশোধে বিলম্ব করার কারণে এপ্রিল মাস হতে অধিকাংশ কারখানায় নিয়মিত মজুরি দিতে পারে নি। উদ্ভূত সংকট মোকাবেলায় কিছু কারখানা শ্রমিক ছাঁটাই করে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাঁটাই অতঙ্ক সৃষ্টি করে কর্মরত শ্রমিকদের দিয়ে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করালেও অতিরিক্ত কর্মঘন্টার বেতন ও ভাতা পরিশোধ না করার অভিযোগ রয়েছে।

মালিকপক্ষ কর্তৃক লে-অফকৃত কারখানার শ্রমিকদেরও এপ্রিল মাসে ৬৫ শতাংশ বেতন প্রদানের অঙ্গীকার করে। অধিকাংশক্ষেত্রে এ অঙ্গীকার মানা হয় নি। লে-অফ ঘোষণার কারণে একবছরের কম সময় কর্মরত অনেক শ্রমিক কোনো সুবিধা ছাড়া চাকুরি হারায়। ফলে কিছু কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। আবার অনেক কারখানা ঈদ পরবর্তী ৬ মাসেও ঈদ বোনোসের বাকী অর্ধেক পরিশোধ করে নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু কারখানা অগ্রিম নোটিশ প্রদান না করে অর্ডার বাতিল করার অজুহাতে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে এবং অধিকাংশক্ষেত্রে এসব কারখানায় শ্রমিকদের বকেয়া পরিশোধ করা হয় নি। ফলে করোনা উদ্ভূত সংকটে শ্রমিকরাই আর্থিকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। একটি গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের মার্চ-মে পর্যন্ত বেতন এবং ঈদ বোনাসের ক্ষেত্রে প্রক্কলিত 'ওয়েজ গ্যপ' হয় যথাক্রমে ৩০% ও ৪০%।[৮২] অর্থাৎ তৈরি পোশাক খাতে মোট কর্মরত শ্রমিক তাদের নিয়মিত বেতন ও ঈদ বোনাসের যথাক্রমে ৩০% ও ৪০% কম পেয়েছে। অপর একটি গবেষণায় দেখা যায় করোনা ভাইরাস উদ্ভূত সংকটে তৈরি পোশাক খাতে কর্মরত প্রায় ৭৭% শ্রমিক তাদের পরিবারের সকল সদস্যের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে পারছে না।[৮৩]

---

[৭৮] *"পোশাক শ্রমিকরা এপ্রিলে বেতন পাবে ৬০ ভাগ"*, ২৮ এপ্রিল ২০২০, যুগান্তর; https://www.jugantor.com/economics/302551/, access on 23 November 2020.

[৭৯] *"এপ্রিলে ৬৫ শতাংশ মজুরি নয়, শতভাগ দাবি"*, ৫ মে ২০২০, দৈনিক প্রথম আলো; https://www.prothomalo.com/economy/article/1654808/, access on 13 May 2020.

[৮০] *"মজুরির পর ঈদ বোনাসও কম পাবে"*, ১৭ মে ২০২০, আরএমজি বাংলাদেশ; https://rmgbd.net/2020/05/, access on 13 July 2020.

[৮১] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ধারা ১৬ (২) এর উপধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের পরিমান হইবে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের মোট মূল মজুরী এবং মহার্ঘ ভাতা এবং এডহক বা অন্তর্বর্তী মজুরী, যদি থাকে, এর অর্ধেক এবং তাহাকে লে-অফ করা না হইলে তিনি যে আবাসিক ভাতা পাইতেন, তাহার সমপরিমান অর্থ।

[৮২] *"UN(DER)PAID IN THE PANDEMIC:An estimate of what the garment Industry owes its workers"*, 8 August 2020, Clean cloth campaign; file:///C:/Users/nazmul.huda/Downloads/CCC-Report-Web-DEF%20(2).pdf, access on 13 August 2020.

[৮৩] *"77pc RMG workers struggle to feed family members: survey"*; 1 october 2020, Newagebd; https://www.newagebd.net/article/117824/77pc-rmg-workers-struggle-to-feed-family-members-surve, access on 13 October 2020.

২.৫.২ শ্রমিক চাকুরি নিরাপত্তা

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক কারখানা লে-অফ ও শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক সংগঠন ও মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়। শ্রম মন্ত্রণালয় ২৬ এপ্রিল মহামারির সময় কোনো প্রকার শ্রমিক ছাটাই এবং লে-অফ ঘোষণা করা যাবে না-এমন নির্দেশনা জারি করে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধের জন্য শ্রম আইনের ১৬ ও ২০ ধারার প্রয়োগ সাময়িক স্থগিত রাখার নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়।[৮৪] অপরদিকে, এপ্রিল মাসে বিজিএমইএর পক্ষ থেকে শ্রমিক ছাঁটাই না করে বকেয়া মজুরির অংশ প্রদানের জন্য মালিকপক্ষকে অনুরোধ জানায়। কোনো কারণে ছাটাইয়ে বাধ্য হলে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের দুই মাসের বেতনের সম-পরিমাণ অর্থ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করে।[৮৫]

খ. বাস্তবতা

করোনা সংকটের শুরুতে কার্যাদেশ না থাকার কারণে বিজিএমইএ'র ৩৪৮টি সহ মোট ১,৯০৪টি কারখানা লে-অফ ও বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ প্রদান না করে কারখানাসমূহ লে-অফ ঘোষণা করে। উল্লেখ্য লে-অফ ঘোষিত কারখানাসমূহে একবছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত শ্রমিকরা মূল বেতনের ৫২ শতাংশ বেতন পাবেন ও ৪৫ দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাড়ি ভাড়া পাবেন। তবে এক বছরের কম চাকুরিরত শ্রমিকরা কোনো প্রকার সুবিধা পাবে না।[৮৬] লে-অফ ঘোষণার কারণে একবছরের কম সময় কর্মরত অনেক শ্রমিক কোনো সুবিধা ছাড়া চাকুরি হারায়। অধিকাংশক্ষেত্রে কারখানা মালিক কর্তৃক কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান না করে এবং অর্ডার বাতিল করার অজুহাতে কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে। এসব কারখানার মালিক শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে নি। কিছুক্ষেত্রে কারখানা পূর্ব হতে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে নাই এবং ব্যাংক এর ঋণ ও সরকারি পরিষেবা পরিশোধ করে নাই - এমন কারখানাসমূহ কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণ উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করে কারখানা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে একত্রে বহুসংখ্যক শ্রমিক ছাঁটাই করা হলেও পরবর্তীতে অল্প সংখ্যক শ্রমিক নিয়মিত শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৬০-৬৫ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। প্রনোদনা পাওয়ার পরও বিজিএমইএ'র সভাপতি কর্তৃক বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ছাটাই করার বাধ্যবাধকতার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়, যা একদিকে যেমন এ খাতে শ্রমিকদের ভিতর আতঙ্ক সৃষ্টি করে অপরদিকে কারখানা মালিকদের শ্রমিক ছাঁটাইয়ে উৎসাহিত করেছে। মার্চ ও এপ্রিল মাসে কারখানাসমূহে লে-অফ ঘোষণার পর যেমন অনেক শ্রমিক ছাটাই করা হয়েছে তেমনি জুন ও জুলাই মাসেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ছাটাই করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারখানাসমূহে ইচ্ছাকৃত ছাঁটাই আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে কম বেতন ও মজুরি ছাড়া অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে।[৮৭]

২.৫.৩ শ্রমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

করোনা উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অংশীজনসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। সাধারণ ছুটির দিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ১১ জন চিকিৎসক নিজ নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে এ সেবা দিয়ে থাকেন।[৮৮] সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম হিসেবে অধিদপ্তর কর্তৃক ৪টি শ্রমঘন অঞ্চলে প্রায় দুই লক্ষ পোষ্টার ও লিফলেট বিতরন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজিএমএইএ কর্তৃক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগীতায় তৈরি পোশাক কারখানার জন্য একটি স্বাস্থ্য সুরক্ষা গাইডলাইন তৈরি করে, যা মেনে কারখানা চালুর নির্দেশনা প্রদান করে। গাইডলাইনটিতে কারখানায় প্রবেশের সময় হাত ধোয়ার ব্যবস্থা, কর্মীদের জুতায় জীবাণুনাশক

---

[৮৪] প্রাগুক্তি ...

[৮৫] প্রাগুক্তি ...

[৮৬] *"শ্রমিক ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসছে মালিকপক্ষ"*, ৩০ এপ্রিল ২০২০, আরএমজি; https://rmgbd.net/2020/04/, access on 08 May 2020.

[৮৮] "শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা', ২১ এপ্রিল ২০২০, বণিক বার্তা; https://bonikbarta.net/home/news_description/227466/, access on 17 June 2020.

স্প্রে ও শরীরের তাপমাত্রা মাপতে থার্মোমিটার ব্যবহার, কারখানার ভেতরে কর্মীদের পরস্পরের কাছ থেকে ৬ ফুট দুরত্ব বজায় রাখা, প্রতিবার টয়লেট ব্যবহারের পর তা জীবাণুমুক্ত করা, প্রতিদিন মেশিন জীবাণুমুক্ত করা, খাবারের সময় শারীরিক দুরত্ব নিশ্চিত করা, ইত্যাদি নির্দেশনা দেওয়া হয়।[৮৯] শ্রমিকদের মাঝে করোনা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিজেএমইএ ও বিকেএমইএ'র সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশিকা নিজ উদ্যোগে কারখানার গেট, নোটিশ বোর্ড ও সিড়িসহ বিভিন্ন প্রদর্শিত স্থানে টানানোর ব্যবস্থা নির্দেশনা প্রদান করে।

বিজিএমইএ কর্তৃক পোশাক শ্রমিকদের বিনামূল্যে করোনা টেষ্ট করার জন্য আশুলিয়া-সাভার, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে চারটি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ল্যাবগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিদিন ১৮০টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা যাবে - এমন নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সেই অনুযায়ী গাজীপুরে চন্দ্রায় একটি পিসিআর ল্যাব চালু করা হয়েছে। যে সকল শ্রমিক করোনায় আক্রান্ত হচ্ছে তাদেরকে এবং ওই শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসা অন্যদের ছুটিতে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হচ্ছে। যারা বেশি অসুস্থ তাদের কারখানার মালিকদের নিজস্ব খরচে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশনা দিয়েছে বিজিএমইএ।[৯০] কারখানাসমূহে শ্রমিকদের শতভাগ মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য চট্রগ্রাম মহানগরীতে বিজিএমইএ'র উদ্যোগে তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জন্য ৫০ শয্যার কোভিড-১৯ ফিল্ড হাসপাতাল চালু করা হয়েছে।[৯১]

খ. বাস্তবতা

বিজিএমইএ শ্রমিকদের করোনা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে চারটি পিসিআর ল্যাব স্থাপনের অঙ্গীকার করলেও মাত্র একটি পিসিআর ল্যাব গাজীপুরের চন্দ্রায় স্থাপন করে।[৯২] বাকী তিনটি ল্যব এখনও স্থাপন করা হয় নি। যার ফলে অনেকক্ষেত্রে শ্রমিকরা সময় ও অর্থ বিবেচনা করে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষা করাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ল্যাব স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮০টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সক্ষমতা অর্জনের কথা বলা হলেও বর্তমানে দৈনিক ৪০-৫০টি নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়। নমুনা সংগ্রহ এবং ল্যাব পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে, ফলে নমুনার ফলাফল পেতে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ সময় লাগে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশক্ষেত্রে কারখানা পরিচালনায় বিজিএমইএ'র গাইডলাইন পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা হয় নি। কারখানায় মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং কোনো কোনো কারখানা নিয়মিত শ্রমিকদের মাস্ক প্রদান করে। কিন্তু বিজিএমইএ'র গাইডলাইন অনুযায়ী কারখানায় প্রবেশের পূর্বে শ্রমিকদের হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থার নির্দেশনা থাকলেও অধিকাংশ কারখানায় তা ব্যবস্থা করা হয় নি। শ্রমিকদের খাবার ও বিশ্রামের জায়গা এবং টয়লেটের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় নি। অধিকাংশক্ষেত্রে কারখানায় শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎপাদন অব্যাহত রাখার নির্দেশনা পালন করা হয় নি। যদিও কারখানা কর্মকর্তাদের অনেকের মতে কারখানার কর্মপরিবেশে শ্রমিকদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে উৎপাদন অব্যহত রাখা অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। বিজিএমইএ'র গাইডলাইনে কারখানা পরিচালনায় শিফটিং ব্যবস্থা চালুর বিষয়ে কারখানা মালিকদের নির্দেশনা দেওয়া হলেও শিফটিং পদ্ধতিতে ৩০%-৫০% শ্রমিকের মাধ্যমে কারখানা চালুর নির্দেশনা অধিকাংশ কারখানা মালিক পালন করে নি। এবং গাইডলাইনের নির্দেশনা অনুযায়ী অধিকাংশ মালিক আইসোলেশন সেন্টারের ব্যবস্থা করে নি।

বিজিএমইএ'র তথ্যানুযায়ী আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত সদস্যভুক্ত কারখানায় ৫১১ জন শ্রমিক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় এবং মোট ৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন। যদিও এ খাতে করোনাভাইরাস আক্রান্ত শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাচ্ছে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চাকুরি হারানোর আতঙ্ক থাকার কারণে উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিক কর্তৃক তা লুকানোর প্রবণতা রয়েছে। ফলে অন্যান্যদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের একটি জরিপে দেখা যায় প্রায় ৮৫.৭% পোশাক শ্রমিক ৫-৭ দিন করোনার লক্ষণে (ঠান্ডা, কফ ও জ্বর) ভুগেছেন বলে জানান, যদিও তাদের নগণ্য সংখ্যক করোনা পরীক্ষা করেছেন। এ হিসেবে এ ধরণের লক্ষণযুক্ত শ্রমিকের প্রক্কলিত

---

[৮৯] বিস্তারিত: http://bgmea.com.bd/uploads/files/guideline_for_garment_workers.pdf, access on 13 November 2020.

[৯০] প্রাগুক্তি ...

[৯১] *"BGMEA opens hospital in CEPZ for COVID-19"*, 3 July 2020, New Age; https://www.newagebd.net/article/110100/bgmea-opens-hospital-in-cepz-for-covid-19, access on 23 September 2020.

[৯২] *"শ্রমিকদের হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ বিজিএমইএর"* ২১ মার্চ ২০২০, বাংলা ট্রিবিউন; https://www.banglatribune.com/business/news/614675/, access on 19 June 2020; *"গাজিপুরে পোশাক শ্রমিকদের ভিতর বাড়ছে করোনা সংক্রমণ"*, ১২ জুলাই, ২০২০, ভোরের ডাক; https://bhorer-dak.com/details.php?id=156233, access on 12 September 2020.

পরিমান হবে ৩৪.২৮ লাখ। কিছুক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত বা উপসর্গ থাকা শ্রমিকদের সাধারণ ছুটি দেওয়ার পরিবর্তে ছাঁটাই করা এবং কোনো কোনো কারখানায় আক্রান্ত শ্রমিককে সাধারণ ছুটি দিলেও মজুরিসহ ছুটি না দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

২.৫.৪ মাতৃত্বকালীন সুবিধা

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

করোনা উদ্ভূত সংকটকালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ-র কারখানাসমূহে 'দ্যা ল্যাকটেটিং মাদার এইড ফান্ড প্রজেক্ট' এবং নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় বিকেএমইএ-র কারখানাসমূহে 'নিউট্রিশন অফ ওয়ার্কিং ওমেন'[৯৩] প্রকল্প চালু করা হয়।

খ. বাস্তবতা

কারখানার মালিক কর্তৃক করোনার কারণে মাতৃস্তন্যপানকারী শিশুদের কর্মস্থলে আনা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ইউনিসেফের এক গবেষণায় দেখা যায় কর্মক্ষেত্রে এসকল শিশুদের আনতে না পারায় স্তন্যদায়ী শ্রমিকরা সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ স্তন্যদায়ী মা মানসিক অবসাদে ভুগছে এবং তাদের উৎপাদনশীলতা কমছে।[৯৪] কিছুক্ষেত্রে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে করোনা সংকটকালে মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদান না করা ও গর্ভবতী নারীদের দিয়ে অতিরিক্ত কর্মঘন্টা কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া, গর্ভবতী নারীদের বিনা কারণে ছাঁটাই করা ও কাজে যোগ দিতে নিরুৎসাহিত করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

২.৫.৫ সংগঠনের অধিকার

ক. গৃহীতে পদক্ষেপ

করোনা সংকটে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একইসাথে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে স্থানীয় সরবরাহকারীদের পণ্যের মূল্য পরিশোধ করার জন্য আলোচনায় বসতে বাধ্য হয় - সে জন্য শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন অন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, শ্রমিক সহায়-সংঘ, আইএলও ও বুদ্ধিজীবিদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপি জনসমর্থন বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর চাপ সৃষ্টি করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর পাশাপাশি সরকারের সহযোগীতায় ক্রেতা দেশসমূহে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান ও দেশের সাথে আলোচনার পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৯৫] ফলে অনেক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান তাদের বাতিল করা কার্যাদেশ পুনর্বহালের অঙ্গীকার করে। অপরদিকে,করোনা মহামারির সময়ে সরকার শ্রমিক সংগঠনের নিবন্ধন বন্ধ রাখলেও জাতীয় শ্রমিক অধিকার সংগঠনসমূহ করোনা সংকটকালে শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষায় মালিকপক্ষ ও সরকারের সাথে বিভিন্ন সভা আয়োজন করেছে। এসকল সভার মাধ্যমে শ্রমিকদের করোনাকালে বেতন ভাতা ও বোনাস নির্ধারণসহ বিভিন্ন বিষয়ে মালিকপক্ষের সাথে আলোচনা হয়। তাছাড়া শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে ও পূর্ণাঙ্গ মজুরি-ভাতার জন্য ঢাকা, গাজীপুর ও চট্টগ্রামে শ্রমিক সমাবেশ আয়োজন করা হয়েছে।

খ. বাস্তবতা

করোনা উদ্ভূত সংকটকালে সরকার কর্তৃক শ্রমিক সংগঠনের নিবন্ধন বন্ধ রাখা হয়। সাধারণত দেশের তৈরি পোশাক খাতে কিছু ছোট কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কিন্তু কার্যাদেশ না থাকার অজুহাতে ট্রেড ইউনিয়ন আছে এমন অধিকাংশ ক্ষুদ্র কারখানা ও ট্রেড ইউনিয়েনের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম চালু আছে এমন কিছু শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিতে ত্রিপক্ষীয় সভায় সরকার ও মালিকপক্ষের কাছে ভাতা ও চাকুরি নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলোর এ সকল দাবি মালিকপক্ষ ও সরকারের কাছে উপেক্ষিত হয়। গবেষণায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারি অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতার মতে সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, মালিকপক্ষের রাজনৈতিক প্রভাব ও ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দূর্বল অবস্থানের কারণে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। তাছাড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে, মামলা ও শ্রমিক ছাঁটাইয়ের আতঙ্ক সৃষ্টি করে শ্রমিকদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ দমন করার অভিযোগ রয়েছে।

---

[৯৩] *"Nutrition of working women launched in knitwear factories"*, 20 october, 2020

[৯৪] H. Zahid (2020), *Ò Covid 19: IMPACT ON READY MADE GARMENT WORKERS IN BANGLADESH"*, United Nation Children Fund Bangladesh

[৯৫] *"BGMEA takes challenges and multi-pronged efforts to save the industry"*, 24 June 2020, Textile today; https://www.textiletoday.com.bd/bgmea-takes-challenges-multi-pronged-efforts-save-industry/, access on 08 July 2020.

২.৬ জবাবদিহিতা

ক. গৃহীত পদক্ষেপ

করোনা সংকটকালে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিতে সরকার ও মালিকপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কারখানাসমূহে শ্রমিক অধিকার, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, শ্রম অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ২৬টি 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটিসমূহ ঢাকার অভ্যন্তরের ৫টি কারখানা পরিদর্শন করে। করোনা সংক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক কারখানা মালিক লে-অফ ঘোষণা করে এবং শ্রমিক ছাঁটাই করে। শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের বেতন বাবদ প্রণোদনা প্রদান করলেও কারখানাসমূহের লে-অফ ঘোষণা অব্যাহত থাকে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বাংলাদেশ ব্যাংক লে-অফকৃত কারখানাসমূহ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা পাবে না এমন নির্দেশনা প্রদান করে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিজিএমইএ কার্যালয়ে কারখানা পর্যায়ের যেকোনো অভিযোগ গ্রহণের জন্য হটলাইন চালু করা হয়। পরিস্থিতি নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজিএমইএ কর্তৃক এলাকা-ভিত্তিক চারটি 'জোনাল কমিটি' এবং পরিচালকদের নেতৃত্বে ছয়টি নিরীক্ষা দল গঠন করে। নিরীক্ষা দলসমূহ মোট ১৪৭টি কারখানা পরিদর্শন করে। এসময় নিরীক্ষা দল কর্তৃক তিনটি কারখানার সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সংশোনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।[৯৬] তাছাড়া বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ কর্তৃক কার্যাদেশে উল্লিখিত শর্ত ভঙ্গ বা কার্যাদেশ বাতিল করা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে কালো তালিকাভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথমিক পর্যায়ে যুক্তরাজ্যের একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভুক্ত করে।

খ. বাস্তবতা

সরকার কর্তৃক করোনা সংকটকালীন কারখানা সমূহে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ২৬টি 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠন করলেও কমিটিসমূহ প্রয়োজনীয় যানবাহন ও সুরক্ষা সমগ্রীর ঘাটতির কারণে অধিকাংশ কারখানা পরিদর্শন করতে পারে নি। ফলে কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় নি। কোভিড-১৯ সংকটকালে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রায় ১০০ অধিক স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয়। প্রথম দিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী লে-অফকৃত কারখানাসমূহ কোনো প্রকার প্রণোদনার অর্থ পাবেনা বলা হলেও পরবর্তীতে মালিকদের প্রভাবে এ নির্দেশনা থেকে সরে আসে। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিক ছাটাই না করার অহ্বান করা হলেও কারখানা মালিক কর্তৃক নিয়মিত শ্রমিক ছাঁটাই অব্যাহত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে, করোনা সংকটকালে সরকারের নির্দেশনা অমান্য করে প্রায় ৪০ শতাংশ কারখানা লে-অফ ঘোষণা করেছে।[৯৭] করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে বিজিএমইএ'র নিরীক্ষা দল কিছু কারখানা পরিদর্শন করলেও বর্তমানে কমিটিগুলোর কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে। তাছাড়া কারখানা পর্যায়ে হটলাইন বিষয়ে প্রচারণার ঘাটতি এবং নির্ধারিত নম্বরে ফোন দিয়ে কাউকে না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

তৈরি পোশাক ব্যবসায় ক্রেতা প্রতিষ্ঠান সাধারণত দরকষাকষিতে শক্ত অবস্থানে থাকে। অনেকক্ষেত্রে, সরবরাহকারী ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান পারষ্পরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে ব্যবসা সম্পন্ন করে। যার কারণে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাংক খরচ কমানোর জন্য অনেক সরবরাহকারী মাস্টার এলসির পরিবর্তে শুধু কার্যাদেশ নির্ভর বাণিজ্য সম্পাদন করে। ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেকক্ষেত্রে যথাযথ চুক্তির অভাবে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ক্রয়াদেশ বাতিল করলেও তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা যায় নি। তাছাড়া, ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহের চাপের কারণে গৃহীত কালো তালিকাভুক্তিকরণ কার্যক্রম থেকে মালিক সংগঠনকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

---

[৯৬] *"Coronavirus: BGMEA audit finds 144 factories satisfactory"*, 2 May 2020, The daily star; https://www.thedailystar.net/business/coronavirus-situation-bgmea-audit-finds-144-factories-satisfactory-1898662, access on 28 August 2020.

[৯৭] *"৪০ ভাগ কারখানা লেঅফের নোটিশ"*, ১৭ এপ্রিল ২০২০, ডিডব্লিউ; https://www.dw.com/bn/, access on 13 June 2020.

তৃতীয় অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও উপসংহার

৩.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি উঠে আসলেও তা নিরসণে সরকার ও মালিকপক্ষের সদিচ্ছা ও কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি লক্ষ করা যায় - করোনার সময়ে এই ঘাটতি আরও প্রকট হয়েছে। চার দশক ধরে বিকশিত তৈরি পোশাক খাত এখনো প্রণোদনার ওপর নির্ভরশীল; করোনা সংকটের সময় মালিকপক্ষ সরকারের ওপর প্রভাব ও চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের সুবিধা আদায় করছে। করোনা সংকটের সময় বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, এ ধরণের সংকট মোকাবিলায় তৈরি পোশাক খাতের নিজস্ব সক্ষমতা এখনো তৈরি হয় নি। মালিকপক্ষ ব্যবসার সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সরকারের কাছে বিভিন্ন প্রণোদনা আদায় করলেও শ্রমিকদের অধিকার, সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় কোনো প্রকার পরিকল্পনা ও কার্যকর কৌশল প্রণয়ন করে নি। বরং করোনা সংকটের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনায় না নিয়ে শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে আইনের অপব্যবহারের মাধ্যমে কারখানা লে-অফ ঘোষণার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একইভাবে করোনা সংকটকালে ক্রেতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শ্রমিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয় নি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছে বরং কারখানা মালিকদের চাপ প্রদান ও নৈতিক ব্যবসা না করার প্রবণতা রয়েছে। সর্বোপরি করোনা সংকটের কারণে দেশের তৈরি পোশাক খাত ক্ষতির সম্মুখীন হয় কিন্তু এ সংকট হতে উত্তরণে প্রাপ্ত প্রণোদনা ও সহায়তার ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকরা পেয়েছে।

৩.২ সুপারিশ

করোনা সংকটকালে তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য এবং করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণে তৈরি পোশাক খাতের সংকট মোকাবেলায় টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করছে-

১. করোনা মহামারি বিবেচনায় নিয়ে সকল শ্রেণীর শ্রমিকের চাকুরির নিরাপত্তার বিধান সংযুক্ত করে 'শ্রম আইন, ২০০৬' এর ধারা ১৬ এবং ধারা ২০ সংশোধন করতে হবে।
২. বিজিএমইএ কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন মোতাবেক শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য-বিধি প্রতিপালনে ব্যত্যয় হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে 'ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি)' সুবিধা বাতিল এবং জরিমানার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. বিজিএমইএ'র অঙ্গীকার করা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার বাকি তিনটি ল্যাব দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থাপন করতে হবে।
৪. ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নৈতিক ব্যবসা পরিচালনায় অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। পোশাকের ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ ও কার্যাদেশসমূহের বিদ্যমান শর্তের সাথে দুর্যোগকালে শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয় সংযুক্ত করতে হবে।
৫. করোনার দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণ মোকাবেলায় সরকার ও মালিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটিকে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ও যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে এসব কমিটি শ্রমিকদের অধিকার ও কারখানায় তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।
৬. লে-অফকৃত কারখানায় একবছরের কম কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৭. শ্রমিক অধিকার ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।
৮. ইইউ ও জার্মানির সহায়তা তহবিল ব্যবহারের জন্য করোনা মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সঠিক তালিকা অবিলম্বে প্রণয়ন করতে হবে।
৯. করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া, শ্রমিক ছাঁটাই, কার্যাদেশ বাতিল ও পুনর্বহাল, প্রণোদনার অর্থের ব্যবহার ও বণ্টন, ইত্যাদি সব তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে; এসব তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে ।

তথ্যসূত্র

1. Leithesier.E, Hossain S.N, Sen.S, T.Gulfam, M.Jeremy, R.Shahidur (30 April, 2020), *"Early Impacts of Coronovirus on Bangladesh Appareal Supply Chains"*, RISC Briefing – April 2020, The Regulation of international supply chain: Lessons from the Governance of occupational Health and Safety in the Bangladesh Ready-Made Garment Industry, DANIDA.
2. T. Antonella and R.Lusia (29 May 2020) *"Textile and Garment supply chains in times of COVID-19: Challenges for developing countries"* Article No 53[UNCTAD Transport and Trade Facilitation Newsletter N°86- Second Chapter 2020]
3. ড.উত্তম কুমার দাস *"শ্রমিকদের এই অবস্থা কেনো"*; ৩ মে, ২০২০; আরএমজি টাইমস; https://www.rmgtimes.com/news-article/12575/
4. H. Zahid (2020), " *Covid 19: IMPACT ON READY MADE GARMENT WORKERS IN BANGLADESH*", United Nation Children Fund Bangladesh
5. "*UN(DER)PAID IN THE PANDEMIC:An estimate of what the garment Industry owes its workers*", 8 August 2020, Clean cloth campaign; file:///C:/Users/nazmul.huda/Downloads/CCC-Report-Web-DEF%20(2).pdf
6. Textile Focus. 2020. Review and Outlook, 2020 Bangladesh Garments and Textile Industry. http://textilefocus.com/review-outlook-2020-bangladesh-garments-textile-industry/
7. Bangladesh Export Promotion Bureau. http://epb.gov.bd/site/view/epb_export_data/2018-2019/July-June
8. . A.Mark (1 April, 2020), *"Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Business at the Bottom of Global Garments Supply Chain"*, PennState Center for Global Workers Rights (CGWR); https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2020/03/Abandoned-Penn-State-WRC-Report-March-27-2020.pdf
9. http://www.ilo.org
10. http://www.bangladeshworkersafety.org/
11. http://www.mole.gov.bd/
12. https://www.bgmea.com.bd